বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮

['জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩'-এর ১৩ ধারামতে]

পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

প্রতিবেদন কালঃ

জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০১৮

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৮

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অগ্রসূচনা	৭
	মুখবন্ধ	৯
প্রথম অধ্যায়	[ক] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের কার্যাবলি	২৩
	[খ] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক দেশের নদ-নদী পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম	২৩
	[গ] কমিশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা	২৮
	[ঘ] কমিশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৩১
দ্বিতীয় অধ্যায়	দেশের নদ-নদী রক্ষায় কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ/সুপারিশমালার সংক্ষিপ্তসার	৩৫
তৃতীয় অধ্যায়	[ক] জেলাওয়ারী সূচি	৫২
	[খ] বিভাগাধীন জেলাসমূহের নদ-নদীভিত্তিক চিহ্নিত সমস্যা এবং সমাধানে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ/সুপারিশ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৫৩
	[গ] আন্তঃসীমান্ত নদী	২৬৮
	[ঘ] অবৈধ দখল তালিকা	২৭৬
	[ঙ] ৪৮টি নদী সমীক্ষা প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন	২৭৮
চতুর্থ অধ্যায়	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক দেশের নদ-নদী সরেজমিন পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় অনুষ্ঠিত র‌্যালি, সেমিনার, কর্মশালা ও সভার কার্যক্রম/প্রতিবেদন	৩০৩
পঞ্চম অধ্যায়	নদ-নদী রক্ষা, পানি, পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কমিশনের বিশেষ মতামত/সুপারিশমালা	৫৯৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	কমিশন কর্তৃক দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও জলাধার সরেজমিন পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এবং সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের স্থিরচিত্রসমূহ	৬১১
সপ্তম অধ্যায়	পরিশিষ্ট	৬৬৭

অগ্রসূচনা

'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩'-এর ১৩ ধারায় বর্ণিত বিধান মোতাবেক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এ বার্ষিক [জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৮] প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছে

"ধারা-১৩। কমিশনের কার্যাবলির বার্ষিক প্রতিবেদন। (১) প্রতি বৎসরের ১ মার্চ এর মধ্যে কমিশন উহার পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যাবলি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কমিশনের পরামর্শ অনুসারে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে না পারিলে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ না করিবার কারণ, **কমিশন যতদূর অবগত ততদূর**, লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সরকার উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবে।"

উপরোক্ত ধারায় আইনানুগ বাধ্যবাধকতার প্রেক্ষিত বিবেচনায় কমিশনের উপর অর্পিত কার্যাবলি নির্বাহ ও দায়িত্বাবলি পালনার্থে দেশের বিভাগ/জেলা ও উপজেলার সীমানাধীন নদ-নদীর প্রকৃত অবস্থা, দখল, দূষণ ও নাব্যতার চিত্র সরেজমিন পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করেছে, বিভাগীয়/ জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি সভা করেছে এবং সেমিনার/কর্মশালা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নদ-নদীর দখল দূষণ, উচ্ছেদ ও উদ্ধারে গৃহীত উদ্যোগ কর্মতৎপরতা/কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়েছে, নদ-নদীর অবস্থা, অবস্থান, দখল, দূষণ ও নাব্যতার বাস্তবচিত্র আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেছে, সংশ্লিষ্ট আইন কানুন, বিধি-বিধানসহ নীতিমালার প্রয়োগ, ব্যাখ্যা স্পষ্টীকরণ করেছে এবং নদ-নদীর দখলমুক্তকরণসহ পুনঃদখল রোধ এবং নদী ও নদী তীরে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে আইনের প্রয়োগ ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং নদ-নদী রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়েছে [প্রতিবেদনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত]। কমিশন বিভাগীয়/জেলা ও উপজেলাধীন নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও জলাধার উন্নয়ন, পরিবেশের ভারসাম্য ও টেকসই ব্যবস্থাপনায় সরকারের চলমান/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বিষয়ে পর্যালোচনা করেছে। এসব ক্ষেত্রে কমিশন বিভাগ/জেলা/উপজেলা প্রশাসনসহ নদী রক্ষা কমিটিগুলিকে প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, জনসচেতনতা, তথ্য ভান্ডার তৈরি, আইন-কানুনের ন্যায়ানুগ ও সময়োপযোগী অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ/নির্দেশনা/সুপারিশ প্রদান করেছে [প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত]।

কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত এসব কার্যাবলি/কার্যক্রম/উদ্যোগ/পরামর্শ/নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রতিবেদন আকারে দেশের প্রতিটি বিভাগ, জেলা ও উপজেলাসহ নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তদাধীন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/অফিস কর্তৃপক্ষ/বোর্ড এর নিকট প্রেরণ করেছে। এসব পরামর্শ/সুপারিশ ও নির্দেশনা দ্রুত বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করেছে/প্রয়োজনীয় তাগিদ দিয়েছে। এই বার্ষিক প্রতিবেদনের ৪র্থ অধ্যায়ে সেইসব উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদনগুলি সংযুক্ত করা হয়েছে, যাতে দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলার সীমানার মধ্যে দিয়ে প্রবহমান নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, জলাশয় ও জলাধার-এর দখল, দূষণ ও নাব্যতার প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান এবং দখল ও দূষণ মুক্তকরণে, নাব্যতা পুনরুদ্ধারে পরিবেশ-প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পরামর্শ/সুপারিশ/নির্দেশনা এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে, যা সম্যক ধারণা লাভে সহায়ক হবে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ে দেশের সকল বিভাগ ও জেলাওয়ারী নদ-নদীর চিহ্নিত সমস্যা এবং চিহ্নিত সমস্যাদি সমাধানে প্রদত্ত কমিশনের পরামর্শ/সুপারিশ/নির্দেশনা সুনির্দিষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তবায়নাকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন সময়ে/বছরে অগ্রগতি যতটুকু কমিশন প্রতিবেদন ও যোগাযোগের মাধ্যমে কিংবা প্রিন্ট ও ই-মিডিয়ার প্রমানিত তথ্য অবলম্বনে, অভিযোগ অনুসন্ধানে, মতবিনিময় সভা, কর্মশালা, কনফারেন্স, সমীক্ষা ও গবেষণা ইত্যাদির সাহায্যে জানতে পেরেছে, তা সংক্ষিপ্তাকারে এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। তবে প্রতিবেদনের প্রতিটি জেলাভিত্তিক মন্তব্য শিরোনামে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ/সুপারিশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা বিবেচনায় বিষয়গুলি তৃতীয় অধ্যায়েও জেলাভিত্তিক অন্তর্ভুক্ত/লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে প্রণিধানযোগ্য বিষয়াবলি কমিশনের অফিসিয়াল রেকর্ডভিত্তিক যা বস্তুনিষ্ঠ ও সত্যনির্ভর হিসেবে বিবৃত হয়েছে। কমিশনের এসব পরামর্শ/নির্দেশনা/আইনগত/প্রশাসনিক/ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োগিক রিপোর্ট-রিটার্ন কম-বেশি প্রতিটি জেলার ক্ষেত্রে একই রকম। কারণ, উচ্ছেদ/উদ্ধার, সীমানা নির্ধারণ, মালিকানা স্বত্ব ও স্বার্থ, জরিপ রেকর্ড প্রস্তুকরণ বিধি-বিধান, আইননানুগ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক কৌশল, সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা, অবৈধ তালিকা নির্ণায়ক নিয়ামকসমূহ ও আইন-কানুনের প্রেক্ষাপট/কৌশল/পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবেচ্য বিষয়াদি/নিয়ম-নীতি/অনুশীলনের ধরন-ধারণ সাধারণ ও সমজাতীয়। সেইজন্য এক জেলায় প্রতিবেদনের শেষাংশে 'মন্তব্য' শিরোনামে বর্ণিত বিষয়গুলির সঙ্গে অন্য

জেলার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে; তাছাড়া জেলা নদী রক্ষা কমিটির উপর অর্পিত কার্যাবলি/দায়িত্বাবলি ও টার্মস অব রেফারেন্স একইরূপ। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জেলার নদ-নদীর দখল, দূষণ, নাব্যতার ক্ষেত্রে বাস্তবিক পার্থক্য/ভিন্নরূপতা সুনির্দিষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ভিডিও করেও তা ধারণ করা হয়েছে। সভা, সেমিনার, কর্মশালা, মতবিনিময়, নদ-নদী পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ, আলোচনা-বিশ্লেষণ রেকর্ড কমিশনে সংরক্ষিত হয়েছে যা পরবর্তী রেফারেন্স, কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রমাণ্য দলিল/তথ্য ভাণ্ডার/ আর্কাইভ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। এ বার্ষিক প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেশের সকল জেলা-উপজেলার নদ-নদীর চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে প্রদত্ত পরামর্শ/সুপারিশ/নির্দেশনাগুলির একটি সাধারণীকরণ বিন্যাস [কমিশন আইনের ১২ [ক]-[ড] উপধারায় বর্ণিত কার্যাবলিভেদে সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হয়েছে। এটি প্রতিবেদনের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের তথ্যাদি/প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং মতামত/মন্তব্য/সুপারিশ/পরামর্শ ও নির্দেশনার উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে; আইন ও প্রযুক্তিগত প্রায়োগিক মূল ও মৌলিক বিষয়গুলির মধ্যে মিল বা অভিন্নতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

একইভাবে বার্ষিক প্রতিবেদনের পঞ্চম অধ্যায়ের সাধারণ বিষয়াবলি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের পরামর্শ/সুপারিশমালা/নির্দেশনা থেকে চয়নকৃত; বিশেষভাবে আইনগত, প্রশাসনিক, আর্থিক, আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিকসহ সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রায়োগিক অনুশীলন ও বাঁধাহীন বাস্তবায়নে, নদ-নদী রক্ষায় উচ্ছেদ, উদ্ধার, দূষণমুক্ত করা, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণে সরকার ও কমিশনের থেকে প্রত্যাশা দেশের জনগণের এবং তাহা পূরণে বহুমুখী জটিলতা, স্বত্ব-স্বার্থের বিরোধ নিষ্পত্তিতে কালক্ষেপণতা ইত্যাদিসহ সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় কতিপয় সুপারিশ কমিশন কর্তৃক তুলে ধরা হয়েছে। এই সকল সুপারিশ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২[ক]-[ড] উপানুচ্ছেদগুলিতে বর্ণিত ১৩টি মূল কার্যাবলি সার্থক, স্বাধীন ও কার্যকরভাবে নির্বাহের প্রায়োগিক বাস্তবতা, প্রশাসনিক ও আর্থিক প্রতিকূলতা মোকাবেলা, ব্যবস্থাপনায় উত্তম সমন্বয় সাধন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুনিশ্চিতকরন এবং আইন ও আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রয়োগ ও ব্যবহার, সমীক্ষা ও গবেষণানির্ভর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের যথোপযুক্ত বাস্তবায়ন ইত্যাদি সুবিবেচনায় পেশ করা হয়েছে। এইগুলি নদ-নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধ ও নব্যতা আনায়নে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহ, মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন, মহামান্য হাইকোর্টের রিট টিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এবং ১৩৯৮৯/২০১৬, এর রায়ে প্রদত্ত আদেশ ও নির্দেশাবলি অনুসরণ ও প্রতিপালন এবং টাস্কফোর্সসহ বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা নদীরক্ষা কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশমালার যৌক্তিক ও নদীরক্ষায় অনুগামী মজবুতভিত্তি বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হল। এ কমিশন সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মহান জাতীয় সংসদের সানুগ্রহ দিকনির্দেশনা, সার্বিক সহযোগিতা ও গভীর আনুকূল্য প্রত্যাশা করছে।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

মুখবন্ধ

পৃথিবীর প্রাচীন মানব সভ্যতাগুলির [মিশরীয়/ব্যবিলনীয়/রোমান/চীন/সিন্ধু ইত্যাদি] ন্যায় বাংলা/বাংলাদেশের সভ্যতাও নদ-নদীভিত্তিক ও সুপ্রাচীন। নদ-নদী ও সমুদ্রকে ঘিরেই নদী মাতৃক, নদী-মেখলা, পলি বিধৌত সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি। সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমা ও দান-বাংলাদেশকে করেছে উর্বরা-ভূমির ঐশ্বর্যমন্ডিত ও অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি। বহু জাতি-গোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার, আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে নদ-নদীর পথেই পাড়ি জমায় এ জনপদে। চর্তুদশ শতাব্দী থেকেই আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, মোগল-পাঠান, শকহুন দল এবং হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মীয় লোকজনের আগমনে/সম্মিলনে বাঙালি জাতি হয়েছে শংকর; ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি হয়েছে। নোবেল বিজয়ী বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় তারই প্রমাণ পাওয়া যায়: "কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে/কত মানুষের ধারা/দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে/সমুদ্রে হ'ল হারা"। বাংলাদেশের নদ-নদীর প্রবাহ ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিকভাবেই উজানে ভারতবর্ষের নদ-নদীর অবিচ্ছেদ্য উৎসধারা। বাংলাদেশ ভারতবর্ষের গৌরবগাঁথা,সমরূপ ইতিহাস ও ঐতিহ্যেরই ধারক এবং উজানের উৎসস্থলের পানির প্রাকৃতিক প্রবাহের সমঅধিকার বা ন্যায্য হিস্যার দাবিদার। বিধাতার অখন্ড সৃষ্টি আমরা নিজস্ব স্বার্থে কিংবা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে করে ফেলেছি খণ্ডিতো ও বিভাজিত। এসব মানব সৃষ্ট কারণেই আমাদের নদ-নদীর প্রাকৃতিক উৎসমুখ হয়েছে বাঁধাগ্রস্ত ও বিচ্ছিন্ন; সৃষ্টি হয়েছে নাব্যতাহীন যা ক্রমান্বয়ে নদ-নদী অবৈধ দখলের ও দূষণের মূল কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে ।

১। বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল জলাশয় ও জলাধার ক্রমবর্ধমান ভরাট, নাব্যতাহীন, দখল ও দূষণ মোকাবেলা করে আমাদের সভ্যতা ও সমাজ অন্যান্য নদীভিত্তিক জীবনব্যবস্থা, ইতিহাস, ঐতিহ্যকে রক্ষা করার যে দিকনির্দেশনা ও অভিব্যাক্তি প্রকাশ করেছে তা মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমেই দেশ ও জাতির নিকট ফুটে উঠেছে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উদ্যোগে ৩০ সেপ্টম্বর ২০১৮ তারিখে বিশ্ব নদী দিবস পালন এবং দিবসটির সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে জাতীয় নদী রক্ষা দিবস হিসেবে এটিকে উদযাপনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত বাণী নিম্নে তুলে ধরা হ'ল:

"বাংলাদেশে নদীমাতৃক দেশ। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও নদীকে চরম হুমকির মোকাবেলা করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের নদীগুলো আজ বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন। নদী ও নদীর তীরভূমি, ফোরশোর অবৈধভবে দখল হয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু নদী ভরাট, নাব্যতাহীনতা এবং দখল, দূষণের কারণে ইতোমধ্যে মৃত ও বিলুপ্তপ্রায়। জীববৈচিত্র্য, নদীর পানি ও পরিবেশ ক্রমান্বয়ে দুষিত ও নষ্ট হয়ে পড়ছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলো নদীকেন্দ্রিক। আমাদের সভ্যতা, সমাজ, অর্থনীতি, জীবনব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকেই নদীভিত্তিক। নদীকে কেন্দ্র করেই আমাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ। নদীই আমাদের জাতির প্রাণশক্তি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিদ্যমান সভ্যতার ধারক ও বাহক।

বাংলাদেশের অনেক নদী প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্টি নানাবিধ কারণে বিনষ্ট হচ্ছে। সামাজিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সব ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে নৌ-পরিবহণ ইতিবাচক অবদান রাখে। এছাড়া অর্থনীতি-রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎস ও মূল চালিকা শক্তিও নদী। আমাদের আগামী প্রজন্মের একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে নদী সুরক্ষা খুবই জরুরি।

নদীর অবৈধ দখল, দূষণ, পরিবেশ দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে কমিশনকে কাঠোর ভূমিকা রাখতে হবে। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহণযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের শক্তিশালী পদক্ষেপ বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ফলপ্রসূ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।"

২। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উদ্যোগে ৩০-এ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বিশ্ব নদী দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা প্রদত্ত বাণীর কিয়দাংশ তুলে ধরা হ'ল:**

"বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ পানি সম্পদ। নদীমাতৃক বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর ও অন্যান্য জলাশয়ের উপর নির্ভরশীল। দেশের অভ্যন্তরে ৪০৫টি নদী ও ৫৭টি আন্তদেশীয় সংযোগ নদী রয়েছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য বিভিন্ন কারণে আমাদের নদ-নদী ও জলাশয় ক্রমশ দূষণের কবলে নিপতিত হচ্ছে। নাব্যতাহীনতা এবং নদী-সম্পদের অপব্যবহারের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নদী

বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। এজন্য বর্তমানে আমাদের নদ-নদী ও জলাশয় রক্ষা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন:

"দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পানির অসীম বিবেচনা করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড' নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্টি করেন এবং নদ-নদী সুরক্ষায় নদী ড্রেজিংয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১১টি ড্রেজার ক্রয়ের নির্দেশ দেন। জাতির পিতা আন্তঃসীমান্ত পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যৌথ নদী কমিশন-জেআরসি গঠন করেন।

১৯৯৬ সালে সম্পাদিত গঙ্গা নদীর পানি বন্টন চুক্তির মাধ্যমে ৩০ বছরের জন্য গঙ্গার পানির ন্যায্য অধিকার আদায় করেছে। পানিসম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীসমূহের অববাহিকাভিত্তিক দেশসমূহের মধ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আমরা 'Bangladesh Delta Plan-2100' শীর্ষক একটি শতবর্ষী ও সামগ্রিক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। নদীর অবৈধ দখল, দূষণ, পরিবেশ দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহনযোগ্য করে গড়ে তোলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন-২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সময়োপযোগী ও উন্নত প্রযুক্তি-নির্ভর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের সকল নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও জলাধার দখল ও দূষণ থেকে মুক্ত করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অবদান রাখবে।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবসটি পালনের মাধ্যমে নদী রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। নদী-সম্পদ, নদীর অবকাঠামো, পানি ও পরিবেশ সুরক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য তিনি সর্বস্তরের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বাংলাদেশের বিশেষ নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ননীতি ও দর্শন নিম্নরূপ ঘোষিত ও প্রতিফলিত হয়েছে:

ক] নদ-নদীকে মানবদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্রের ধমনীর সঙ্গে তুলনা করে তাকে বাঁধাহীন রেখে অনিবার্য বিপর্যয় থেকে দেশ ও সমাজকে রক্ষার জোর তাগিদ দিয়েছেন।

খ] উন্নয়নের অজুহাতে নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, জলাধার দখল করা যাবে না।

গ] কোনভাবেই কৃষি জমি ও জলাধার বিনষ্ট করে নদ-নদী দখল কিংবা উন্নয়ন করা যাবে না এবং

ঘ] পানির অভ্যন্তরীণ সর্বোত্তম সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে শুষ্কমৌসুমে দেশের পানি সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেয়ার/মনোযোগী হবার নির্দেশনা দিয়েছেন।

ঙ] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মহতী উদ্যোগে জারী হয়েছে পানি আইন, ২০১৩, যা বাংলাদেশের নদ-নদী রক্ষা, প্লাবণভূমি সংরক্ষণসহ স্বনির্ভর, সুষম, টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার প্রকৃষ্ট দলিল।

উজানের প্রবাহ শুষ্ক মৌসুমে তিস্তা-অববাহিকায় প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে আসে। ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তির অধীনে গঙ্গার প্রবাহ হতে শুষ্ক মৌসুমে পানি বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে, তবে তা চুক্তি কিংবা বাস্তব চাহিদার চেয়ে অনেক কম। বাস্তবিক তথ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর ও উত্তর-মধ্য অঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল অববাহিকা শুষ্ক মৌসুমে ক্রমান্বয়ে নাব্যতার গভীর সংকটে নিপতিত হচ্ছে; তবে বর্ষা মৌসুমে পানির প্রবাহ গঙ্গা অববাহিকায় প্রায় ১০% ও যমুনা অববাহিকায় ৩৩% বৃদ্ধি পায়। কখনও-কখনও বন্যা/আকষ্মিক বন্যায় দেশের,বিশেষ করে, উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভেসে যায়,দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল নিমজ্জিত হয় জলাবদ্ধতায়; বিপন্ন করে দেয় অর্থনীতি, ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনপথ ও সম্পদ। নদ-নদীর এ দুরবস্থা আমাদের সভ্যতা, অস্তিত্বের ও প্রজন্মের ধারাকে করছে বিপদগ্রস্ত এবং পানি, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে করছে ঝুঁকিপূর্ণ ও সংকটাপন্ন।

৩। দেশের নদ-নদীর দখল, দূষণ ও নাব্যতাহীনতার বাস্তব চিত্র: উত্তর-মধ্যাঞ্চল, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের জেলাসমূহের-নদ-নদীর অবস্থা:

দেশের নদ-নদীর তীরভূমি দখল ও নাব্যতাহীনতার চিত্র এবং পানি ও পরিবেশের দূষণ চিত্র একটি অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। ঢাকা ও আশে-পাশের জেলাগুলির নদ-নদীর এ চিত্র সহজেই অনুমেয়, যা মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়েরই বিবৃত হয়েছে সুস্পষ্টরূপে। নদ-নদীর জমি, পানি ও পরিবেশ-প্রতিবেশের উপর শিল্প কারখানা/ব্যবসা-বাণিজ্য/প্রভাবশালীদের ধন-সম্পদের দৌরাত্ম্য/জমির মূল্যের আকাশচুম্বী মূল্যবৃদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদির ভয়াবহতা দৃশ্যমান।

পরিবেশবাদী, নদী প্রেমিক, দেশ প্রেমিক, সচেতন ও সাহসী আইনজীবী, পেশাজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদসহ সর্বস্তরের গুণীজন ও নাগরিক সমাজ এ নিয়ে যথেষ্ঠ সরব। দেশের পরিবেশবাদী সংগঠনসহ সিভিল সোসাইটির সদস্যগণ নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে সরকার তথা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন; সমবেত হয়ে দাবি জানাচ্ছেন প্রতিকারের, কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে ।

নদ-নদী রক্ষার ক্ষেত্রে বহুকাংখিত প্রেক্ষাপট হিসেবে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯-তে ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯ তারিখের ঐতিহাসিক রায়ে সুস্পষ্টভাবে নদী, পানি ও পরিবেশ রক্ষার্থে সরকার ও সংশ্লিষ্ট আইন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে দায়িত্ব পালনে ও বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠা ও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেশে নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নদী বিষয়ক সংবেদনশীলতা ও দূরদর্শিতা, শতবর্ষব্যাপী পরিকল্পনা অনুমোদন, রাজনৈতিক অঙ্গিকার ও স্বদিচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ ও প্রকৃষ্ট প্রতিফলন। এ বিষয়ে, জাতির উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রদত্ত ঘোষণা সর্বাগ্রে প্রণিধানযোগ্য, সকলের জন্য পালনীয় ও অনুসরণীয়।

[ক] নদী দখল, পানি ও পরিবেশের দূষণ, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও উদ্ধারের সরেজমিন চিত্রঃ

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন বছরে [জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০১৮] দেশের সকল বিভাগ, বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, জলাশয়, জলাধার সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। বিভাগে-বিভাগে/জেলায়-জেলায় ও উপজেলাসমূহে অনুষ্ঠিত সভা ও সেমিনারে বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গৃহীত হয়। ঢাকার চারিপার্শ্বস্থ বুড়িগঙ্গা, আদি বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা, বালু ও ধলেশ্বরী নদীর বাস্তব অবস্থা একাধিক সরেজমিন পরিদর্শনে এবং পত্র-পত্রিকায় আলোচনায় উঠে এসেছে ও প্রকাশিত হয়েছে। গাবতলী ব্রিজ হতে ময়মনসিংহ-ঢাকা রোডের টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত তুরাগ নদী ও টঙ্গী খালের অবৈধ দখল ও দূষণের ভয়াবহ অবস্থা কমিশন পরিদর্শন ও প্রত্যক্ষ করে। পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনসাধারণ, পরিবেশবাদী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সুশীলসমাজ ও সর্বস্তরের জনগণ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং নদী দূষণরোধে জোর দাবি জানিয়েছেন।

সরেজমিন পরিদর্শনে ও ধারনকৃত ভিডিও চিত্র হতে দেখা যায় যে,
[১] আমিনবাজার, দিয়াবাড়ি, গোড়ানচাটবাড়ি, বিরুলিয়া, কামারপাড়া, ধউর, রানাভোলা বেড়িবাঁধ, আব্দুল্লাপুর,আমিনবাজার সংলগ্ন গাবতলী ব্রিজের দু'পাড়ে/জহুরাবাদ ঘাট ও সিন্নিরটেক নামক স্থানে/বালু দিয়ে নদী ভরাট করার দৃশ্য এবং ২নং ছোট দিয়াবাড়িতে হোটেল, বহুতল ভবন নদীর পুরো সীমানা জুড়ে গড়ে উঠেছে বলে নজরে আসে। বালু ব্যবসায়ী কর্তৃক বড় ড্রেজার দিয়ে অবৈধভাবে নদী থেকে বালু উত্তোলন ও নদীর অনেকাংশ জায়গা জুড়ে বহুতল ভবন, বিভিন্ন স্থাপনা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে উঠেছে বলে সহজেই দৃশ্যমান। বুড়িগঙ্গার উভয় তীরে বেশ কয়েকটি সিমেন্ট কারখানা, ডকইয়ার্ড, বাগানবাড়ি অবৈধভাবে নদীর গর্ভে ও তীরভূমি দখল করে গড়ে উঠেছে।

[২] ঢাকা ও এর চর্তুপাশের জেলাগুলির নদ-নদীর উভয় তীরে অবৈধভাবে অনেক শিল্পকারখানা, ইটেরভাটা ও অবৈধ স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন হাউজিং কোম্পানি নদীর/খালের জায়গা অবৈধভাবে দখল ও ভরাট করে বিভিন্ন প্রকার অবৈধ স্থাপনা ইত:পূর্বে নির্মাণ করেছে।

[৩] বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য, ময়লা-আবর্জনা, ও দুর্গন্ধযুক্ত পানি নিঃসরণের ফলে নদীর পানি ও পরিবেশ মারাত্নকভাবে দূষিত হয়েছে। বিভিন্ন জাহাজের যন্ত্রাংশ ও ভাঙ্গাংশ যত্রতত্র ফেলে রেখে নাব্যতা/নৌ-চলাচল বাঁধাগ্রস্থ করা হয়েছে। তাছাড়া আশুলিয়া ল্যান্ডিং স্টেশন" হতে ইজতেমা মাঠ পর্যন্ত অবৈধ স্থাপনা ও ময়লা-আবর্জনা নদীর মধ্যে ফেলে নৌ-পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে;

[৪] নদীর তীরে অগণিত ইটের ভাটা, শিল্প কারখানা স্থাপন, তরল ও কঠিন শিল্প বর্জ্য নি:সরণ ও সকল ধরণের ময়লা-আবর্জনা ও যত্রতত্র প্রচুর পলিথিন ফেলার কারণে নদীর পানি বিষাক্ত হয়েছে, যা নদীতে চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

[৫] ইটের ভাটার ধোঁয়ায় ও নদীর পানি বিষাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার কারণে আশেপাশের এলাকা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে ও জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। বুড়িগঙ্গা তুরাগ ও বালু নদীর সংযোগকারী টঙ্গী খাল, গাজীপুরের চিলাই নদী, ধলেশ্বরীর পানি বিভিন্ন কলকারখানা, বাসা/বাড়ির বর্জ্য নির্বিচার ও নির্দ্বিধায় নিঃসরণের ফলে পানি হয়ে গেছে বিষাক্ত মিশ্রন, বাতাসে ছড়াচ্ছে অসহনীয় দুর্গন্ধ।

[৬] শত শত সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন স্থাপনা গড়ে উঠেছে, যা উচ্ছেদ করা কষ্টকর ও দুরূহ হয়ে পড়েছে; উদ্ধার কাজের শিথিলতা ও মন্থরতায় জনসাধারণ/পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো সোচ্চার হয়েছে, মাঠে নেমে কঠোরভাবে প্রতিবাদ করছেন ও

আশুপ্রতিকার দাবি করছেন। তারা ভয়াবহ পানি ও পরিবেশ পরিস্থিতির আশংকা করছেন; তাদের অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে; যদিও উচ্ছেদ অভিযান কার্যকররূপে পরিচালনা করতে সংশ্লিষ্টদের বারবার পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

[৭] নদীতে উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি/স্থাপনা তৈরি অনেক ক্ষেত্রেই নদীর স্বার্থ রক্ষা না-করেই নদীতে অপরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যেমন- ব্রিজ/কালভার্ট/রাস্তা/পোল্ডার/স্লুইসগেট/বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিভাগ/বোর্ড/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মাণ করা হয়েছে; যা সময়ের পরিক্রমায় অপ্রয়োজনীয় ও অপচয় হিসাবে বিবেচিত ও প্রমাণিত, যেগুলির অপসারণও অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মাঠজরিপ ও হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল সমীক্ষাও আবশ্যক।

[৮] বিআইডব্লিউটিএ-এর নির্ধারিত ফোরশোরে বিভিন্ন প্রকার অবৈধ স্থাপনা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে, যা নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিসহ নদীর পানিকে প্রতিনিয়ত দূষণ করছে। নদীর তীরে নদীর জমি দখল করে গড়ে উঠছে বহু ডকইয়ার্ড ও সিমেন্ট কারখানা, যদিও এগুলি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার [Relocation] প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

[৯] অধিকন্তু সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার কর্তৃক নদীর তীরবর্তী ফোরশোর [Port Limit Area] এলাকা নানাবিধ কাজে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নামে লিজ, সাব-লিজ দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, যা টাস্কফোর্স এবং বিশেষ সভায়ও আলোচিত হয়েছে।

[১০] বংশী নদীর উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে শতশত পাকা বাড়ি-ঘর/মসজিদ/টোল কালেকশন সেন্টার/ব্যাংক টাউনের প্রাচীর/ইটের ভাটা/নীলা বর্ষা প্রাইভেট পার্ক/বাজার ও দোকানপাট নির্মাণ/নদী ভরাট ও ইপিজেড কর্তৃক অপরিশোধিত তরল বর্জ্য নিঃসরণ/ নদীর তীরে ৬ তলা গার্মেন্টস ভবন নির্মাণ এবং ময়লা-আবর্জনা ফেলে পানি ও পরিবেশ অবর্ণনীয়রূপে দূষিত করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর ৪৭টি খালই অবৈধ দখলে রয়েছে [২৬টি উদ্ধারের আওতায় তালিকাভুক্ত করা হয়েছে], ১১টির উপর বহুতল ভবনও নির্মিত হয়েছে, বর্জ্য [কঠিন ও তরল]/পলিথিন/প্লাস্টিকের স্তুপ ফেলে খালগুলির প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করছে। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনের প্রয়োগসহ অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও দূষণ প্রতিরোধে উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলমান থাকলেও তা 'সিন্ধুর জায়গায় বিন্দু সম'। আমাদের সুষম ও টেকসই জীবন ব্যবস্থাপনার ভিত্তি নদী, নদী সম্পদ ও পানি ব্যবস্থাপনা হয়ে পড়েছে অনেকাংশে সংকটাপন্ন।

[খ] সাভার চামড়া শিল্প নগরী ও ধলেশ্বরী দখল ও দূষণ চিত্র:

[i] চামড়া শিল্প নগরীতে দীর্ঘ ১ বছরেও **'Chromium Recovery Unit'** চালু করা হয়নি। **Separated Chromium Cake** সরাসরি মাটির উপর স্তূপীকৃত অবস্থায় রাখা হয়েছে। বৃষ্টির পানিতে এই ক্রোমিয়াম মাটি ভেদ করে ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছে যা একসময় ভূগর্ভস্থ পানির স্তরকে স্পর্শ করতে পারে। ক্রোমিয়াম একটি হেভিমেটাল যা ক্যান্সার রোগ ছড়ায়। যদি কোনভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রোমিয়াম দ্বারা দূষিত হয়, তবে গোটা এলাকা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে এবং মারাত্মক পরিবেশ ও মানবিক বিপর্যয় ঘটবে বলে বিশেষজ্ঞদের শংকা রয়েছে।

[ii] চামড়া শিল্পনগরীতে স্থাপিত **CETP** থেকে অর্ধ-পরিশোধিত/ অপরিশোধিত তরল বর্জ্য সারফেস ড্রেনের [Surface drain] মাধ্যমে সরাসরি ধলেশ্বরী নদীতে পড়ে ধলেশ্বরীর পানিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে চলেছে, গৃহীত প্রকল্পটি পরিচালিত সুফল দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

[iii] এ প্রকল্পে কঠিন বর্জ্য 3R [Reduce, Reuse and Recycling] পদ্ধতির মাধ্যমে আধুনিক ব্যবস্থাপনার কোন সুযোগ রাখা হয়নি, যা প্রকল্প পরিকল্পনার বড় ত্রুটি। যা অবিলম্বে দূরীভূত করতে হবে।

[iv] প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যাতে করে প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে একে সফল করা যায়। এক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়সহ বিসিক ও সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক একাধিকবার বিভিন্নভাবে সভা, সেমিনার, মতবিনিময় ও পত্রযোগে এ বিষয়ে বিশেষ পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

[v] এলাকাবাসীর দুশ্চিন্তা বুড়িগঙ্গার ন্যায় ধলেশ্বরী নদীটিও যাতে দূষণে-দখলে পর্যুদস্ত/মরণদশায় উপনীত না হয়'-এর প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে তা রক্ষায় সচেষ্ট থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে।

[গ] পদ্মার ভাঙনরোধ ও টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা:

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন শরীয়তপুর জেলাধীন জাজিরা-নড়িয়া উপজেলায় পদ্মার ভাঙনরোধ ও টেকসই উন্নয়ন কর্মশালায় সমস্যা সমাধানে সুপারিশমালা প্রদান করেছে:

[ক] আগামী বর্ষায় নদীর ভাঙনরোধে অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে দীর্ঘ-মেয়াদী কার্যকর টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণ;

[খ] পদ্মা ব্রিজ এলাকা থেকে ভাটির দিকে প্রকল্প ধারাবাহিকভাবে সমীক্ষা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে হবে;

[গ] বাস্তুহারা পরিবারগুলি যাতে পুণর্বাসিত যাতে হতে পারে তার পরিকল্পিত ব্যবস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ-মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর জেলা প্রশাসনকে উপযুক্ত সময়ে অগ্রিম সমীক্ষা করে নির্ধারণ করতে হবে।

[ঘ] পদ্মার স্রোত প্রবহমান করতে চরএলাকা ড্রেজিং করা, চর জেগে উঠা মাত্র তা উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর খনন/ড্রেজিং করে পদ্মার মধ্য ও মূল স্রোতকে/ধারাকে প্রবহমান রাখা;

[ঙ] নদীর মূল গতিপথ গভীরভাবে খনন করলে ভাঙন হ্রাস পাবে;

[চ] চাঁদপুরমুখী ঘন ঘন চর পড়ার কারণ উদ্‌ঘাটন করেই তার সমধানে প্রকল্প গ্রহণ করা;

[ছ] পদ্মা ব্রিজের উজান থেকে ড্রেজিং শুরু করতে হবে;

[জ] পদ্মার বালু তুলে পরিকল্পিত উপায়ে দূরে নিরাপদ জায়গাতে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে পাউবো/বিআইডব্লিউটিএ/সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে গ্রহণ করতে হবে;

[ঝ] অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করতে আইনের প্রয়োগ জরুরি।

[ঞ] বিশ্লেষকদের মতামত ও জনগণের অংশগ্রহনে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, পদ্মা নদীর সংযোগ খালগুলি সংস্কার ও খনন করে পানি প্রবাহের স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে দেয়া যা ভাঙনরোধে সহায়ক হবে;

[ট] পদ্মার মধ্যে স্রোতধারা প্রবহমান করে দু'পাড়ের ভারসাম্য রক্ষা করতে Geo-Technical এবং Physiographical Study সম্পন্ন করতে হবে;

[ঠ] উজানে পানির ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করণার্থে সংযুক্ত সাব-সিস্টেমগুলিকে গভীর ও সচল রাখার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। প্লাবনভূমি [floodplain] কে উন্মুক্তরূপে সংরক্ষণ জরুরি যা ভাঙনরোধসহ নদীর পরিবেশ-প্রতিবেশ জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করতে সহায়ক হবে;

[ড] কঠিন/রাসায়নিক বহু পদার্থ মিশ্রিত পলিবাদ্ধ ময়লা-আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে হবে। এসব ব্যবস্থা স্বল্প/মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রহণ ও সততা-নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যাপ্ত সমীক্ষার মাধ্যমে বাস্তবায়ন জরুরি।

৩। খুলনা বিভাগ/দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল: খুলনা বিভাগাধীন জেলাসমূহের নদ-নদীর সমস্যা বাস্তবতা, পানির দুষ্প্রাপ্যতা ও আন্তঃসীমান্ত নদীর প্রভাব পর্যালোচনা:

[১] নদীর নাব্যতা সংকট ও পানির দুস্পাপ্যতা নির্ণায়ক কারণসমূহ পর্যালোচনায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রবহমান আন্তঃসীমান্ত ৫৪টি নদীর উজানের প্রবাহে মানবসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা নির্দিষ্টকৃত। ভারত, নেপাল ও চীন থেকে উৎপত্তি লাভ করে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গঙ্গা নদী প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অববাহিকা এ নদীর উজান প্রবাহের দ্বারাই বিধৌত থেকেছে।

[২] সরেজমিন পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণে দেখা যায় যে, [ক] বাংলাদেশে নদ-নদী ও খাল-বিলের নাব্যতার মাত্রা ক্রমহ্রাসমান; [খ] দূষণের মাত্রা ক্রমবর্ধিষ্ণু; [গ] নৌ-চলাচলও ক্রমহ্রাসমান [শুষ্ক মৌসুমে সংকটাপন্ন]। [ঘ] নদীর তীর ভূমি, ফোরশোর ও প্লাবনভূমি দখলের মাত্রা ক্রমাগত উর্ধগতি, যদিও পানি আইন, ২০১৩সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন এ ধরনের দখল মুক্ত রাখার জন্য জারী করা হয়েছে। [ঙ] একাধিক কারণে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও উদ্ধারের হার ধীরগতি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আইনি জটিলতায় নিপতিত। উপযুক্তরূপে স্বচ্ছতা ও সততার সঙ্গে আইন প্রয়োগে মন্থরতা, বৈষম্য ও গড়িমসি লক্ষণীয়। [চ] উদ্ধার ও উচ্ছেদ কার্যক্রমে অর্থায়ন অপ্রতুলতা; আইন মানার প্রবণতা নিম্নগামী। [ছ] অবৈধ দখলের ক্ষেত্রে পেশী-শক্তির ঔদ্ধত্য উচ্চমাত্রায় লক্ষণীয়। ড্রেজিংয়ের মাত্রা ক্রমঅগ্রসরমান, তবে প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম [এক-পঞ্চমাংশ]। যদিও খননকৃত মাটি ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত উদ্যোগের অভাব; [জ] প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা ও দ্বৈততা বিদ্যমান। [ঝ] পাবলিক সম্পদ ও সম্পত্তির ব্যবহার ও জনঅধিকার সংরক্ষণ, স্বত্ব স্বার্থ সবাইকে সম্পর্কে ও সচেতনতার অভাব বিশদভাবে লক্ষণীয়।

[৩] হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল সমন্বিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

[ক] অভিন্ন আন্তঃনদী [৫৭] স্বাভাবিক প্রবাহ প্রাকৃতিক নিয়মে বইতে দেয়া, একতরফাভাবে তা নিয়ন্ত্রণ না করে আন্তঃনদী সংযোগ স্থাপন ও মূল প্রবাহকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার মত মৌলিক সমস্যা দূরীভূতকরণে আবশ্যকতা রয়েছে।

[খ] তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর না-হওয়া এবং উজানে বাঁধ নির্মাণ ও শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রত্যাহার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচ্য। এক্ষেত্রে প্রকৃত চিত্র ও পর্যাপ্ত তথ্য সংরক্ষণ, সৃজন ও বিশ্লেষণে সংস্থাগুলির পারস্পারিক সমঝোতা, সমন্বয় ও মতবিনিময়, তথ্যাদি বিনিময়ে বিশেষ নজর ও নজরদারি আবশ্যক।

[গ] সমস্যা সমাধানে বার বার গৃহীত উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেশী বন্ধু দেশগুলোর অনুকূল উপলব্ধি/মনোভাব সৃজনে সমঝোতা ও সম্মিলিতভাবে কাজ করা অত্যন্ত জরুরি বিবেচ্য।

[ঘ] বাংলাদেশের উজানে ভারতের অভ্যন্তরে ফারাক্কা বাঁধ গঙ্গাঁর পানির ভিন্ন প্রবাহ তৈরি করায় গঙ্গাঁ-পদ্মা-গড়াই-মধুমতি-চিত্রা-আঠারবাকী নদী সিস্টেমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পানি-প্রবাহ হ্রাস পেতে পেতে একটা অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে। ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত গঙ্গা চুক্তির অধীন বাংলাদেশে বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে কম-বেশি পানি পাওয়া গেলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম।

[ঙ] প্রাকৃতিক প্রবাহ নিম্ন পর্যায়ে হ্রাসমান হওয়ায় দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের গঙ্গাঁ-পদ্মা-গড়াই-মধুমতি-চিত্রা-আঠারবাকী নদী প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। যশোর-খুলনা-সাতক্ষীরার বেশ কয়েকটি উপজেলায় ভয়াবহ বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়।

[চ] জলবায়ু পরিবর্তন ও উষ্ণতার ক্রমবৃদ্ধি সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে চলেছে ও জোয়ারের প্রবাহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং উচ্চমাত্রার লবনাক্ততা, পলি, বালু ও দূষিত পদার্থের মিশ্রণ Turbidity Level বৃদ্ধি করেছে, দক্ষিণ পশ্চিমের সাগর সংযোগ চ্যানেল ভরাট করে দিচ্ছে।

[ছ] এছাড়াও হিমবাহ বরফ ও তুষারপাত, বৃষ্টিপাতের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ভূপরিস্থ পানি ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের ক্রমহ্রাসমান তা বাংলাদেশের, বিশেষ করে, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীপথ ও পানি প্রবাহের উপর বিরূপ অবস্থা ও জলাবদ্ধতা তৈরি করেছে; যা এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, জীববৈচিত্র্যসহ সামগ্রিক পরিবেশ বিনষ্ট করে চলেছে; সমাজকে করছে বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত [স্পার্সোঃ জাতীয় সেমিনার প্রসিডিংস, জুন ২০১১]।

[জ] এ অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বহুমুখী বিরূপ প্রভাব জরিপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিহীনতা, দারিদ্র্য, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভাবগ্রস্থতা ও পেশার পরিবর্তন, স্থানান্তর, খাবার ও নিত্য প্রয়োজনীয় কার্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় পানির দুস্পাপ্যতা, খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে;

[ঝ] সরকারের টি আর/কাবিখা কর্মসূচিসহ একাধিক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার প্রচেষ্টা যদিও গৃহীত হয়েছে; কিন্তু উক্তরূপ মূল সমস্যার কার্য-কারণ সম্পর্ক হিসেবে সৃষ্ট সমস্যাদি নির্মূল করা সম্ভব নয়, যতদিন না পানির দুস্পাপ্যতা ও জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যায়।

[৪] অপরদিকে গঙ্গাঁ বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রায় ১৩০ কি.মি যাত্রাপথে যমুনায় মিলিত হয়েছে। কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গার মধ্যে প্রবহমান মাথাভাঙ্গা দর্শনার শেষপ্রান্তে বাংলাদেশের সীমানা পেড়িয়ে আবার ভারতের মধ্যেই প্রবহমান রয়েছে। সারা বছরই এই নদীতে পানি প্রবহমান থাকে। গঙ্গাঁ-পদ্মা-গড়াই-যমুনা-মেঘনা-মাথাভাঙ্গা-নবগঙ্গা-চিত্রা এবং একইভাবে রাজশাহী-পাবনা-নাটোরের মধ্যে প্রবহমান পদ্মা-বড়াল-ইছামতি এবং দিনাজপুর থেকে আগত বগুড়ার ভিতর দিয়ে প্রবহমান করোতোয়া-বাংগালী-আত্রাই এবং বিশেষ করে, চলন বিল প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে নাব্যহীন হয়ে পড়েছে।

[৫] মাথাভাঙ্গার সঙ্গেই নবগঙ্গার উৎসমুখ, যা একটি স্লুইসগেট [বর্তমানে অকেজো] থাকার কারণে প্রবাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই স্লুইসগেটটি অপসারণ করে পুনরায় মাথাভাঙ্গা-নবগঙ্গা সংযোগ করলেই নবগঙ্গা আবার পুনর্জীবন ফিরে পাবে। একইভাবে দর্শনা পয়েন্টে ক্যাচমেন্ট এলাকার সঙ্গে মাথাভাঙ্গা সংযুক্ত করে দিলেই ভৈরব ও কপোতাক্ষ প্রবাহ ফিরে পাবে।

৪। উত্তরাঞ্চলের নদ-নদীর সমস্যা ও সমাধানঃ

[ক] তিস্তা উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী প্রবাহ যা [ভারতের সিকিমে উৎপত্তি] বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র-যমুনায় মিলেছে। তিস্তা নদী পরিদর্শনে দেখা গেছে যে, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও রংপুর অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে নাব্যতাহীনতা ও পানিশূন্যতা ব্যাপক দুর্বিসহ অবস্থা সৃষ্টি করে চলেছে। তিস্তার পানি প্রবাহ শুষ্ক মৌসুমে সেচকাজের জন্য ভারতের গজলডোবায় ভারত কর্তৃক ব্যারেজ নির্মাণপূর্বক বাংলাদেশের অংশে প্রবাহ বন্ধ করে দেয়ায় এ ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়েছে; কমপক্ষে ১০,০০০ কিউসেক পানি শিলিগুড়ি শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিহারের দিকে প্রত্যাহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তিস্তা বন্যাপ্রবণ নদী হওয়ার কারণে বর্ষাকালে বাংলাদেশের এ অঞ্চল প্রবল বন্যার কবলে পড়ছে, প্লাবনভূমি অবৈধভাবে দখল হয়ে গেছে এবং দু'পাড় ভেঙ্গে যাচ্ছে ও নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হচ্ছে, ফসল ও জান-মাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ অংশে ব্যারেজ করে নিয়ন্ত্রিত সেচের ব্যবস্থা করা হলেও এলাকার সিংহভাগই সেচের বহির্ভূত রয়ে গেছে। ভাটিতে তিস্তা নদী শুকিয়ে নদীর চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

[খ] সমস্যার সমাধানঃ

[১] তিস্তা নদীর পানির উজান প্রবাহ বৃদ্ধি, ধারণ ক্ষমতা ও বহন ক্ষমতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই।
[২] ভাটিতে আরও একটি ব্যারেজ করার প্রস্তাবের কথা জানালেন ব্যারেজে কর্মরত পাউবো'র প্রকৌশলী যা পুনর্মূল্যায়ন আবশ্যক। তবে ব্যারেজ না করে নদীর খনন/ড্রেজিং ও প্লাবণভূমি সংরক্ষণ নিশ্চিত করলে শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব। পরিকল্পিত ও সমন্বিত প্রযুক্তির সাহয্যে সমীক্ষার মাধ্যমে যুৎসই উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।
[৩] একইসঙ্গে উজানের প্রবাহ বৃদ্ধিতে চুক্তি সম্পাদনে ন্যায্যহিস্যা প্রাপ্তির চলমান সমঝোতা প্রস্তাব চূড়ান্তকরণে ও সফলতা আনায়নে JRC'র আশু কার্যকর জোরালো উদ্যোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

৫। রাজশাহীঃ পাবনা, নাটোর ও চলনবিলে নদ-নদীর অবস্থাঃ

পাবনা জেলার নদ-নদীঃ

[ক] সভা, সেমিনার ও সরেজমিন পরিদর্শনে ইছামতি ও বড়ালের বর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করা হয়। বড়াল নদীর স্লুইসগেট, কালভার্ট উচ্ছেদ/দীর্ঘ রাস্তা অপসারণের মাধ্যমে উদ্ধার করা/নাব্যতা ফিরিয়ে আনা অনেকটাই [৪৬ কি.মি.] সম্ভব হয়েছে। ইছামতি নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর সিএস অনুসারে চিহ্নিত করে সীমানায় স্থায়ী পিলার স্থাপন/নদীর উপর স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা, বাড়িঘর, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দিরের তালিকা অবিলম্বে চূড়ান্ত করা/উচ্ছেদ অভিযান সম্পন্ন করা/অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে ফৌজদারী মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। নদীর রেকর্ড CS অনুসরণে হালনাগাদ করা/ অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য খনন কাজ শুরু করা/ নদীর প্রবাহ বন্ধ করে দেয়াল স্থাপন/ বাধেঁর পার্শে নদীর উপর স্থাপিত স্লুইস গেট যা নদীর প্রবাহকে বাঁধাগ্রস্থ করে, তা খুলে দেয়া এবং শহরের ব্রিজের দু'পার্শে নদীর মধ্যে নির্মিত বাড়ি/অবৈধ সকল স্থাপনা উচ্ছেদের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে সময়াবদ্ধ উচ্ছেদ অভিযান ও খনন প্রকল্প হাতে নেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত রয়েছে। হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা চালুর উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

[খ] বড়াল উদ্ধার ও বর্তমান চ্যালেঞ্জঃ

রাজশাহী চারঘাট থেকে নাটোরের আটঘড়ি পর্যন্ত ৪৬ কিমি. নদী অনেকটাই চালু হয়েছে। তবে আটঘড়ি থেকে বনপাড়া পর্যন্ত ১৮ কিমি. নদী ভূমি দস্যুদের দ্বারা একেবারেই বেদখল হয়ে আছে । অর্থাৎ এই ১৮ কিমি. নদীর অবৈধ দখল উদ্ধার করা জরুরি এবং চারঘাট স্লুইস গেট ও আটঘড়ি স্লুইসগেট উচ্ছেদ/অপসারণ করা আবশ্যক। বড়াল সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হলে-১৮ কিমি নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদ, ২ টি স্লুইজ গেট অপসারণ ও দীর্ঘ নদী পথের কচুরিপানা পরিষ্কার করে নাব্য রাখা এবং শিল্প কারখানা, পৌরসভা, মেডিক্যাল, হোটেলসহ সকল ধরনের বর্জ্য দূষণ প্রতিরোধ করা জরুরি।

[গ] নাটোরঃ

তিরাইল-কেল্লা ব্রিজ নদীর সীমানা উপেক্ষা করে নদীর মধ্যে নির্মান করা হয়েছে, যা খননের পূর্বেই অপসারণ করা/পৌরসভা সম্প্রসারণ কার্যক্রম বড়াল নদীর উপরে চলমান, সম্প্রসারিত নির্মাণ কাজ বন্ধ করা/ নির্মানাধীন স্থাপনা অপসারণ/আশ্রায়ন প্রকল্প তিনটি অন্যত্র স্থানান্তর/ বড়াল নদীর উপর বিভিন্ন স্থানে মাটির বাধঁ ও কার্লভাট স্থাপন করে নদীকে প্রায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাড়ির নিকটে নিজস্ব প্রয়োজনে স্থাপিত মাটির বাধঁ/সাকোঁ, কালভার্ট জরুরি ভিত্তিতে নিজ খরচে অপসারণ করা/আটঘরিয়ায় নদীর মধ্যে স্থাপিত স্লুইজ গেটটি খুলে দেয়ার আবশ্যকতা নিশ্চিত হয়েছে। উপজেলায় ১০ কিমি দৈর্ঘ্য মির্জা মাহমুদ খাল ঐ অঞ্চলে পানি প্রবাহের সুবিধার্থে নদীর সাথে সংযোগ করা, বেদখলকৃত মৃত-প্রায় নন্দকুজা নদীটিও কৃষিকাজ ও পানি রি-চার্জের সুবিধার্থে জরুরি ভিত্তিতে খনন করা আবশ্যক। শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নারোদ নদীটি খনন করে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, বড়াই গ্রামে প্রবাহিত বড়ালের ১৭ কিমি. নদী উদ্ধার ও স্থাপিত সমস্ত কাঠামো দ্রুত অপসারণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ এবং খনন প্রকল্প বাস্তবায়ন অপরিহার্য বলে বিবেচিত।

[ঘ] চলনবিল রক্ষার্থে ও উন্নয়নার্থে সীমানা নির্ধারণ/চলনবিল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নঃ

এ বিলের নদী ও খালগুলিকে ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের আওতায় বড়াল নদীপথ উদ্ধারের ন্যায় চলনবিলে নির্মিত অপরিকল্পিত স্লুইস গেইট, রেগুলেটর, অপরিকল্পিত সেতু ও কালভার্ট অপসারণ এবং পূর্ণপ্রস্থ সেতু নির্মাণ আবশ্যক। প্রকৃত মৎস্যজীবিদের উন্নয়নে বাস্তবভিত্তিক নীতিমালা ও পরিকল্পনা,ভূগর্ভস্থ পানির অতিব্যবহার বন্ধ করা/স্যালো মেশিন স্থাপন বন্ধ করা; পর্যাপ্ত অর্থায়ন ও বাজেট প্রণয়ন আবশ্যক।

৬। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের [হাওর অঞ্চল] সমস্যা ও সমাধান প্রক্রিয়াঃ

সিলেট বিভাগঃ সিলেট বিভাগ ও আশ-পাশের জেলাসমূহঃ [সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া]

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যাঃ

[ক] জাতীয় নদী কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত সরেজমিন পরিদর্শন ও সেমিনার প্রতিবেদন থেকে প্রমাণ মেলে যে, সিলেট জেলার জৈন্তাপুরের সারী নদী, জাফলং-এর ডাউকী ও পিয়াইন নদী দখল ও দূষণে জর্জরিত। রাষ্ট্রীয়/জাতীয় সম্পদের অনিষ্ট সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ভয়াবহ চিত্র। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে সিলেটের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা, সেমিনারও জনপ্রতিনিধি, পরিবেশবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়। কমিশন পর্যবেক্ষণপূর্বক সুনির্দিষ্ট পরামর্শ/সুপারিশও প্রেরণ করছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলিতে।

[খ] উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদ-নদী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, সিকিম, মনিপুর, আসাম, ত্রিপুরা, ভূটানের পাহাড়-পর্বত ও হিমবাহ থেকে উৎপত্তি হয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সোমেশ্বরী- সুরমা-কুশিয়ারা- খোয়াই ইত্যাদি হাওর, নদী নালা, খাল-বিলের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ৭টি জেলা যথা- নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যে দিয়ে মেঘনা হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এই নদীগুলির প্রবাহ অধিক বালু, পাথর ও পলির ভারে ভরাট হয়ে নাব্যতা হারিয়েছে। ফলে অগ্রিম ও আকষ্মিক বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, অথচ শুষ্ক মৌসুমে পানি না-থাকার কারণে কৃষি, মৎস্য, অর্থনীতি, জনজীবন, জীববৈচিত্র্যের উপর বিবিধ প্রতিকুলতা দেখা দিচ্ছে।

[গ] হাওর অঞ্চলের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া কমিশনের কিছু পরামর্শ/সুপারিশঃ

হাওর এলাকায় উজানের আকষ্মিক ঢল ও জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় বাঁধের উচ্চতা প্রয়োজনের ভিত্তিতে পুনঃনির্ধারণ এবং টেকসই বাঁধ নির্মাণ নিশ্চিত করা। ভরাটকৃত নাব্যতাহীন নদী ও খালগুলি পূর্ণমাত্রায় খনন করা/উন্নয়নের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সততা, দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করা/পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংযোগ খালগুলির অপ্রয়োজনীয় ও অপরিকল্পিত বাঁধ অপসারণ/নদী পথে দ্রুতই সাগরে বন্যার পানি নির্গমনের সুষম ব্যবস্থা নিশ্চিত করা/বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি ও উজান থেকে আসা আকষ্মিক ঢল/বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণে শক্তিশালী প্রাকৃতিক আধার তৈরি করা অত্যাবশ্যক। একই সঙ্গে নৌ-চলাচলের ও ফসল আনা-নেয়ার সুযোগ যুগপৎ তৈরি/ বিকল্প নতুন জাতের ধানের বীজ আবিষ্কার ও প্রবর্তন/নির্বিচারে যাদুকাটা, রক্তি, সুরমাসহ অন্যান্য নদী থেকে বালু উত্তোলন বন্ধ করা ও ভাঙন রোধ করা/স্টোন-ক্রাশার ব্যবহারে পাথর-বর্জ্য-ময়লা থেকে নদী ভরাট ও পরিবেশকে রক্ষা করা/পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ তৈরি করা যা হাওড় ও খালগুলির সংখ্যা ও সংযোগস্থল সহজে সহসাই চিহ্নিত করা যায়। খননকৃত মাটি দিয়ে পাড়/বাঁধ বাধাইসহ উন্নয়ন কাজে ব্যবহারার্থে নদী-খাল-হাওড় থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেয়া/জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির অনুমোদনক্রমে হাওড়ের পানি ও মৎস্য ব্যবস্থাপনায় উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। কীটনাশকের ব্যবহার মাত্রা হ্রাসকরণ ও স্বাস্থ্যপোযোগী/ জলাধার নীতিমালা পরিবর্তন/ প্রকৃত মৎস্যজীবিদের উন্নয়ন করণার্থে হাওড় মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

৭। চট্টগ্রাম বিভাগাধীন নদ-নদীর অবস্থাঃ

[ক] অনুষ্ঠিত বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভা ও সেমিনারে পর্যালোচনায় এবং সরেজমিন পরিদর্শনে কর্ণফুলি নদী ও চাকতাই খালসহ অন্যান্য সংযোগ খালসমূহের দখল ও দূষণ চিত্র ভয়াবহ বলে দৃশ্যমান হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলায় ৪০৬টি খাল ও মহানগরের ৫৭টি খালসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্ণফুলি, হালদাসহ অন্যান্য নদীর নাব্যতা স্বাভাবিক রাখা এবং ২১১২ টি কিংবা ততোধিক অবৈধ স্থাপনা, দখল ও দূষণরোধে কার্যকর সময়াবদ্ধ অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন কর্তৃক অনুরোধকৃত অর্থ বরাদ্দ জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। চাকতাই খাল, কর্ণফুলি নদীর উন্নয়নে খননের জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকার বেশ কয়েকটি প্রকল্প সরকার বাস্তবায়ন করছে। নদী উচ্ছেদ ও উদ্ধার কাজে অর্থের বরাদ্দ চাহিদার তুলনায় একেবারেই সামান্য, ফলে বরাদ্দের অভাবে দীর্ঘ দিন থেমে আছে, এ অবস্থার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। সীমানা নির্ধারনসহ অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও নদী ও নদী সম্পদ উদ্ধার ও উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরও সচেতন ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। কর্ণফুলি নদীর দু'পাড় অনেকটাই দখল হয়ে আছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একাধিকবার সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে এবং উচ্ছেদ উদ্ধার চালাতে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে।

[খ] হালদা নদীতে সৃষ্ট বালুচর অপসারণ ও নাব্যতা বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার প্রকল্প গ্রহণ/সংযোগ খালগুলি খনন/ড্রেজিংয়ে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও সমীক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে উপযুক্তরূপে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। খননকৃত মাটির যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা,নদী সংরক্ষণ ও তীর রক্ষার্থে নির্মাণ কাজ ত্বরানিতকরণ এবং নদীর তীর স্থিতিকরণার্থে সীমানা নির্ধারণপূর্বক CS পর্চা ও দিয়ারা জরিপের ভিত্তিতে Pathway/Pavement করার পরামর্শ প্রদত্ত হয়েছে। হালদা নদীতে ১৭ টি বালুমহালের ইজারা বন্ধ রাখা এবং নদীটিকে নাব্য রাখার স্বার্থে বালু উত্তোলন ও খনন কার্য বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগে সুসম্পন্নকরণ অপরিহার্য। হালদার ১৮টি খাল ও ১৮টি ছড়াকে সচল রাখা এবং খন্দকিয়া খালের সঙ্গে হালদা নদীর সংযোগ পয়েন্টে CETP চালুর মাধ্যমে অপরিশোধিত বর্জ্য নিঃসরণ বন্ধ করা অতি জরুরি। দূষিত তেল নির্গমনকারী নৌযান চলাচল কাজ করে, নিয়মিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এসব অপরাধীদের শাস্তি বিধান এবং অবৈধভাবে নির্মিত ডকইয়ার্ড, পেপারমিল, বেশ কয়েকটি শিল্প কারখানা, মার্কেট, বসতবাড়ি, জেটিসহ সকল অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে উচ্ছেদকরণ জরুরি।

[গ] কর্ণফুলি, হালদা, গোমতী, মেঘনা, সাঙ্গু, চেঙ্গী, মাতামুহুরী, বাঁকখালী ও মাইনীসহ অন্যান্য নদীগুলির হাইড্রোমরফোলজিক্যাল সমীক্ষা ও সরেজমিন পরিদর্শন, পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি, পানি ও পরিবেশের উন্নয়নার্থে উচ্ছেদ অভিযান ও খননকার্য অবিলম্বে পরিকল্পিত উপায়ে সমন্বিতরূপে বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার/মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তরসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে তৎপর হবেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন তাই প্রত্যাশা করে।

৮। দেশের গুরুত্বপূর্ণ সেচ প্রকল্পগুলির অবস্থা পর্যালোচনাঃ

কুমিল্লার মতলবে মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প, বরিশালের সাতলা-বাগধা প্রকল্প কুষ্টিয়ার জি-কে প্রকল্প ও নীলফামারীর তিস্তা ব্যারেজের সেচ প্রকল্প চলমান থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন সমস্যায় নিপতিত।

মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পঃ

[১] উত্তর মতলব উপজেলাধীন ৬০ কিলোমিটার বেড়ীবাঁধ বেষ্টিত মেঘনা-ধনাগোদা প্রকল্পটি কৃষি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে প্রকল্পের মধ্যে নির্মিত ড্রেন সিস্টেম সঠিকভাবে কাজ করছেনা। মূলতঃ প্রকল্পাধীন কৃষকদের মধ্যে পানির সুষম বণ্টন হচ্ছে না। কেউবা বেশি পানি পাচ্ছেন, কেউবা যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সেচের পানি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে জানা যায় এবং অভিযোগও রয়েছে। কৃষি জমি আবাদের অভিষ্ট লক্ষ্য পূর্ণমাত্রায় অর্জিত হচ্ছে না। কিছু সংখ্যক কৃষক কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় নিয়োজিত হচ্ছেন [চাহিদানুযায়ী সময়মত ও পরিমাণমত পানি সরবরাহ না পাবার কারণে]। সর্বোচ্চ পরিমান জমি প্রকল্পের আওতায় চাষাবাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করাই লক্ষ্য হবে। [২] প্রকল্পটি আর্থিক ও সামাজিকভাবে টেকসই করার জন্য সার্বিক বিষয়ে পুনরায় জরিপ করা প্রয়োজন এবং আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সংস্কার করা অত্যাবশ্যক। [৩] ধনাগোদা নদীর তীরস্থিত অবৈধভাবে স্থাপিত ইট ভাটা ও আশ্রায়ন প্রকল্পের কারণে নদীর প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। অবিলম্বে ইটের ভাটা উচ্ছেদসহ নদীর সীমানার মধ্যে আশ্রায়ন কিংবাগুচ্ছ গ্রাম বা অন্য যে কোন প্রকল্প গ্রহণ বা বাস্তবায়ন করা যথার্থ বিবেচিত নয়। প্রকল্পাধীন চতুর পার্শ্বের ও অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহকৃত খালগুলি সমতল-বিশিষ্টরূপে খননপূর্বক স্বাভাবিক পানি সরবরাহ চক্র সৃষ্টির মাধ্যমে সেচের পানির চাহিদামত সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা জরুরি কাজ। নির্মিত ড্রেনগুলির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সুষম করার প্রয়োজনে ড্রেনগুলি যথোপযুক্তরূপে পুনঃনির্মাণ/সংস্কারের মাধ্যমে সমতলবিশিষ্ট Natural Surface Water Flow/Cycle তৈরি অত্যাবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে ব্রিজটি পূর্ণ প্রস্থে নির্মাণ করা আবশ্যক। একইসঙ্গে ব্রিজের উচ্চতাও বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। [৪] নদীর দু'তীরের ভূমি দখল এবং বাঁধের অধিগ্রহণকৃত জায়গায় অবৈধভাবে নির্মিত দোকানপাট/ বাড়িঘর প্রতিরক্ষা বাঁধের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। নদীটি ড্রেজিং এবং সেচ প্রকল্পাধীন খালগুলির খনন কার্য সম্পন্ন করে গভীরতা বৃদ্ধি করে পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। [৫] CS পর্চানুযায়ী দিয়ারা জরিপ অনুসরনে চাঁদপুর জেলাধীন সকল নদ-নদীর সীমানা চিহ্নিত করে সঙ্গে সঙ্গেই স্থায়ী পিলার স্থাপন/ Pathway/Pavement নির্মাণ করা আবশ্যক।

বরিশাল বিভাগের নদ-নদী পরিদর্শন ও উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনাঃ

সাতলা-বাগধা সেচ প্রকল্পঃ

[১] বরিশালে সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডারাধীন স্লুইসগেট প্রতিস্থাপন, মেরামত, শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহার উপযোগী পানি ধারণ ও সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক আধার তৈরিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন জরুরি।

[২] এ প্রকল্পের মধ্যকার সংযোগ খালগুলি ভরাট হয়ে গেছে, যাকে অবিলম্বে সমন্বিত খনন প্রকল্পের মাধ্যমে নৌ-চলাচল, যৌথ খামার, সেচ পদ্ধতি, মৎস্য চাষের উপযোগী করে তোলাই অভীষ্ঠ লক্ষ্য।

[৩] খালগুলি পানির সার্বক্ষণিক ও পর্যাপ্ত আধার হিসেবে সৃজনপূর্বক প্রয়োজনানুযায়ী সমতল বিশিষ্ট Natural Water Cycle তৈরি নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। এতে কৃষকদের মধ্যে পানি ও সেচ সুবিধে বন্টনের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্যের ও দ্বন্দের অবসান ঘটবে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষণ ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি সহজ হবে। যৌথ খামার সেচ পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটবে।

গোপালগঞ্জ জেলাধীন পোল্ডার ব্যবস্থাপনাঃ

[১] কোটালীপাড়া ১নং পোল্ডারের অধীন সাতলা-বাগধা প্রকল্পাধীন এ্যাপ্রোচ খালগুলি অবৈধ দখলে রয়েছে। ফলে খালগুলি পলিপড়ে ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানি নিষ্কাশন এর সকল ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়েছে। এসব অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও উদ্ধার করে অবিলম্বে খনন/ড্রেজিং করে তা চলাচলের জন্য নাব্য করে তুলতে হবে।

[২] বর্ষা মৌসুমে লাগসই উচ্চফলনশীল আমন ফসল জন্মানোর উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট কৃর্তপক্ষ/বিভাগ গ্রহণ করতে পারে। বর্ষা মৌসুমে জমির মালিকানাভিত্তিক ফসল জন্মানো সম্ভব না হলে, সামাজিক মৎস্য চাষ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ গ্রহণ করতে পারে।

৯। মালিকানা ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন এবং বিধি-বিধানের উপযুক্ত ও ন্যায়ানুগ প্রয়োগঃ

[ক] নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ ও সীমানা পিলার স্থাপনে নিম্নোক্ত সম্যক ধারনা থাকা অপরিহার্য। তা না হলে অযথাই আইনি লড়াই ও সিদ্ধান্ত বিভ্রাটসহ হাজারো জটিলতা দেখা দিতে পারে, যা সময় ও সম্পদকে বিনষ্ট করবে ও উন্নয়নকে ব্যহত করতে পারেঃ

[খ] The State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর SATA, ১৯৫০ এর ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধানাবলি এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ে প্রদত্ত নির্দেশনা পর্যালোচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, নদীর জমির মালিক রাষ্ট্রের জনসাধারণের পক্ষে সর্বদাই সরকার এবং নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তনযোগ্য নয় ও বন্দোবস্তযোগ্যও নয়। প্রণিধানযোগ্য যে, নদ-নদীর জমি, তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার আইন ও বিধি-বিধান, খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়ার বিধি-বিধান/নীতিমালার থেকে ভিন্ন, যা অবশ্যই প্রতিপালনীয়; [গ] ৮৬[১]: সিকস্তির সঙ্গে সঙ্গে মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যায়; সিকস্তিকৃত জমির পরিমাণ নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও ন্যায়নীতি অনুসারে খাজনা কিংবা ভূমি উন্নয়ন কর হ্রাস করতে/করাতে হয়; রাজস্ব কর্মকর্তাকে উক্ত নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে নির্ধারণ করতে হয়; এবং তা রেকর্ড করতে হয়। এসব ডকুমেন্টস্ পয়স্তিলব্ধ হবার পর প্রকৃত মালিক/উত্তরাধিকারীর ভূমিস্বত্ত্ব/মালিকানা প্রমাণ করে। এই আইনি পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া যথাযথভাবে কালেক্টর তথা ভূমি রাজস্ব অফিস কর্তৃক পালিত হচ্ছে বলে বাস্তব পরিদর্শন ও পরিক্ষা-নিরিক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে [ঘ] ৮৬[২]: উক্ত সিকস্তিকৃত জমি ৩০ বছরের মধ্যে পূর্বস্থানে পয়স্তি/পুনঃউদ্ভব হলে, উক্ত জোতের মূল মালিক কিংবা তার উত্তরাধিকারির স্বত্ব ও স্বার্থ বজায় থাকবে। [ঘ] ৮৬[৩]: উপধারা ৮৬[২]-এ যাই থাকুক না কেন, কালেক্টর [স্বেচ্ছায় অথবা সংবাদের প্রেক্ষিতে] প্রথমেই ক্ষমতা প্রয়োগে পুনঃ উদ্ভবকৃত/পয়স্তিলব্ধ জমির তাৎক্ষণিক দখল নেবেন [ঙ] ৮৬[৪]: কালেক্টর কিংবা রাজস্ব কর্মকর্তা ৮৬ [৩] উপধারার অধীনে গৃহীত পয়স্তিলব্ধ জমি দখলের অব্যবহিত পরে এবং তা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জনসাধারণকে অবহিত করবেন এবং তা দিয়ারা জরিপ করিয়ে ম্যাপ প্রস্তুত করবেন। দিয়ারা জরিপ কালেক্টর কর্তৃক যথা নিয়মে ও যথা সময়ে না করানোর কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আবার কালেক্টর কর্তৃক কোথাও কোথাও দিয়ারা জরিপের [চ] RS কিংবা চর্চা ম্যাপের আইনানুগ ভিত্তি/গ্রহণযোগ্যতা এক্ষেত্রে নেই [ছ]। ৮৬ [৫]: ৮৬ [৪] ধারার অধীন জরিপ ও ম্যাপ প্রস্তুতের ৪৫ দিনের মধ্যে, ৩০ বছরের মধ্যে যথাস্থানে পয়স্তি [Reformation- in- situ] হলে, প্রকৃত মালিক/তার উত্তরসূরিকে ৮৬ [১] ভিত্তিতে বর্নিত শর্তাদি/ প্রমাণাদি সঠিক হলে বরাদ্দ দিবেন, যদি মোট জমির পরিমাণ ৬০ বিঘার মধ্যেই থাকে; ৬০ বিঘার অতিরিক্ত জমি সরকারের নিরঙ্কুশ ও নিরবিচ্ছিন্ন মালিকানায়ই ও ব্যবস্থাধীনে অর্পিত/ন্যস্ত হবে ও রেকর্ডভুক্ত থাকবে। বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে, ৮৬ [১] ভিত্তিতে বর্নিত শর্তাদি/ প্রমাণাদিঃ সিকস্তিকৃত নদীর জমির পরিমাণ ও মালিকানা,স্বত্ব,স্বার্থ/ সিকস্তি-পূর্ব সংশ্লিষ্ট দলিলাদিঃ রেজিস্টার্ড দলিল/পর্চা, সিকস্তি-উত্তর নির্দিষ্ট ফরমের আবেদন, সিকস্তিকৃত জমির পরিমাণ নির্ণায়ক রাজস্ব কর্মকর্তার প্রত্যয়ন, খাজনা হ্রাসের মঞ্জুরি পত্র; সিকস্তি-পূর্ব দিয়ারা জরিপ লিপি/ স্বত্বলিপি, জরিপ ম্যাপ, প্রাথমিক খাজনা লিপি, পয়স্তিলব্ধ জমির নক্শা/চর্চা ম্যাপ/আরওআর ইত্যাদি প্রকৃত মালিকানা নির্ণায়ক প্রমাণ হিসেবে গণ্য করতে হবে। [জ] ৮৬ [৬]: ৮৬ [৫] ধারার অধীন প্রকৃত মালিক/উত্তরাধিকারীকে বরাদ্দকৃত পয়স্তিলব্ধ জমি [৬০ বিঘার সীমার মধ্যে] সেলামিমুক্ত হবে; তবে শর্ত থাকে যে, রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক ন্যায়সংগতভাবে নির্ধারিত খাজনা ও ভূমি উন্নয়ন কর প্রকৃত মালিক/উত্তরাধিকার প্রদানে বাধ্য থাকবে। এ বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ ও মান্য করে কালেক্টর /রাজস্ব অফিস/ভূমি জরিপ অধিদপ্তর আইনানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি বলে দিয়ারা জরিপ না করে RS কিংবা BS নামে ব্যক্তি/গোষ্ঠিকে প্রদান করেছে। [ঝ] ৮৬ [৭]: উপধারার বিধান অনুযায়ী কৃত্রিম ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে নদীর জমি, তীরভূমি [ফোরশোরসহ] বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে তার মালিকানা সরকারের উপর অর্পিত থাকবে। [ঞ] নদীর জমিতে দিয়ারা জরিপ [Diara Survey] কালেক্টর বাহাদুরের চাহিদা মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কারিগরি সহায়তা নিয়ে কালেক্টর বাহাদুরই [রাজস্ব কর্মকর্তা] সম্পন্নপূর্বক RoR হালনাগাদ করে থাকেন; নদ-নদীর জমি দিয়ারা জরিপ [Diara Survey]

ব্যাতিরেকে RS ভুক্তকরার আইনানুগ কোনো সুযোগ নেই [SATA, ১৯৫০: ৮৬-৮৭ ধারা]। [ট] চর্চা ম্যাপের উপর ভিত্তি করে কোনোরূপ স্বত্ব ও স্বার্থ পরিবর্তন আইনানুগ নয় এবং তা বাতিলযোগ্য, যা কালেক্টর বাহাদুরই SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা এবং ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে প্রতিনিয়ত করতে ক্ষমতাবান। কিন্তু এ আইনের যথাসময়ে যথাপ্রয়োগে শৈথিল্য/গাফিলতি/অবহেলা পরিদর্শনে প্রমাণিত হয়েছে, বিভিন্ন জেলা/উপজেলা/সরকার তথা ভূমি মন্ত্রণালয়/ মন্ত্রপরিষদ বিভাগকে এক্ষেত্রে কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করে নদ-নদী রক্ষা আইনের প্রয়োগে জেলা প্রশাসনকে বাধ্য করতে হবে/ জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে [ট] নদীর জমি [রাষ্ট্রীয় ও জনঅধিকারভুক্ত জমি] দখল কালেক্টরের পুনঃস্বত্বাধীনে আনয়নের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি উক্ত আইনের ১৪৩/১৪৭/১৪৯[৪]/১৫০ ধারার ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারেন। SATA ১৯৫০ এর ৮৬ [৪] ধারার বিধান মোতাবেক প্রকৃত মালিকানার প্রমাণ সাপেক্ষে প্রকৃত মালিক/উত্তরাধিকার ব্যতীত নদীর পয়স্তিলব্ধ জমি অন্য কোন ব্যক্তির বিক্রি বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরের আইনগত সুযোগ নেই; কেবলমাত্র তা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বর্তাবে যা কালেক্টর বাহাদুরের পদবির বিপরীতে ১নং খতিয়ানে রেকর্ডভুক্ত হবে। [ঠ] বর্ণিতরূপে, প্রকৃত মালিকানা প্রমাণিত না হলে, জাল/বানোয়াট/ভুয়া দলিলাদির উপস্থাপনকারীকে অবৈধ দখলদার বিবেচনায় উচ্ছেদ করতে হবে। [ড] উক্তরূপ প্রকৃত মালিক ও মালিকানা ব্যতীত নদ-নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর কাউকেই বন্দোবস্ত কিংবা ডিসিআর মূলে দেয়া হলে তা অবৈধ, যোগসাজশে প্রদত্ত কিংবা বলপূর্বক অন্যায়ভাবে দখলকৃত বলে বিবেচিত হবে; এবং তা অবিলম্বে কালেক্টর বাহাদুর বাতিল করে রেকর্ড হালনাগাদ করবেন। উপর্যুক্ত মৌলিক আইন ও বিধি-বিধান জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরকে সেই Review ও Revisional ক্ষমতা প্রদান করেছে। [ঢ] দিয়ারা জরিপ ও ম্যাপ তৈরি ও স্বত্ব-স্বার্থ [RoR] নির্ধারণে কালেক্টরকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। [ণ] নদীর জমির পরিমাণে অমিল/পার্থক্য হলে সেক্ষেত্রে RS/BS/সিটি জরিপ এর Presumptive Value অগ্রহণযোগ্য ও বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কারণ, নদীর জমি সিএস-পরবর্তী যে-কোনো জরিপে ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থার নামে/মালিকানায় হস্তান্তরিত হবার কিংবা হ্রাস পাবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই। [ত] নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তনযোগ্য নয় কিংবা বন্দোবস্তযোগ্য নয়, কিন্তু পরিবর্ধনযোগ্য। জনঅধিকারভুক্ত সম্পত্তি [Right of public easement] হিসেবে হালনাগাদ করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কালেক্টর ক্ষমতাবান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত। [থ] কালেক্টর [রাজস্ব কর্মকর্তা] অবিলম্বে তার জেলা/উপজেলাধীন প্রবাহিত নদ-নদী কিংবা খালের জমি, তীরভূমি উক্ত আইনের ১৪৩ ধারা/১৪৯[৪] ধারায় শুনানি নিয়ে তা বাতিল করে নদীর জমি নদীকেই ফেরত দেবেন/নেবেন। [দ] নদীর সিকস্তি কিংবা পয়স্তিলব্ধ জমি বন্দোবস্ত কিংবা DCR মূলে অস্থায়ীভাবে ভোগ করার সুযোগ কোনো জেলা/উপজেলায় দেয়া হয়ে থাকলেও বর্ণিত আইনের পরিপন্থি বিবেচনায় কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে স্বীয় উদ্যোগে [on his own motion] তা বাতিল করে সরকারের নিরঙ্কুশ দখলে নেবেন এবং তদানুযায়ী রাষ্ট্রের পক্ষে কালেক্টরের পদের বিপরীতে ১ নং খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করবেন/করাবেন। [ধ] বর্ণিত এই আইন-কানুনের কার্যকর প্রয়োগ করে নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণপূর্বক তা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব কালেক্টর/জেলা প্রশাসক এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদলত ও কর্মকর্তাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। সরকার/বিভাগীয় কমিশন/ কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি আপিল বোর্ড কার্যকর সিদ্ধান্ত/ নির্দেশনা জারি করতে পারে।

১০। [ক] উল্লেখ্য যে, SATA 1950 এর ৮৬ ও ৮৭ সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি প্রয়োগের মাধ্যমে আইনের ক্ষমতা কালেক্টরের পাশাপাশি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকেও সংশোধনের মাধ্যমে প্রদান করলে নদীর সীমানা নির্ধারণের কাজ তরান্বিত হতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে শিথিলতা কিংবা মনোযোগহীনতা বা অবহেলা কিংবা প্রভাব বিস্তারসহ নানাবিধ কারণে উচ্ছেদ/উদ্ধার কার্যক্রম উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হবেনা, সেসব ক্ষেত্রে এ কমিশন কার্যকর/সাহসী ও ন্যায়ানুগ প্রয়োগের মাধ্যমে নদী ও নদীর সম্পদ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা/দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হবে।

[খ] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন-কে নদী রক্ষায় উচ্ছেদ ও উদ্ধার, পানি ও পরিবেশের দূষণ প্রতিরোধ এবং নদী উন্নয়নের দায়িত্ব/কার্যাবলি প্রদান করা হলেও প্রায়োগিক আইনি ক্ষমতা না দেয়ায় তা অকার্যকরই থেকে যাচ্ছে। কালেক্টর/রাজস্ব অফিসার/বিআইডব্লিউটিএ ও পাউবো কর্তৃক যারা নদীর জমি ব্যক্তি/গোষ্ঠি কিংবা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করেছে তাদের দ্বারা তা উচ্ছেদ বা উদ্ধার করা সহজ নয়। কিন্তু এ কমিশন কর্তৃক বারংবার পরামর্শ প্রদান/অনুরোধ করা সত্ত্বেও অবস্থার প্রত্যাশিত পরিবর্তন বা উন্নয়ন ঘটেনি কিংবা ঘটানো সম্ভব হয়নি।

[গ] জাতীয় ভূমিনীতিমালায় SATA 1950 এর ৮৬ ও ৮৭ ধারার অনুসরণে ও এর সঠিক প্রতিপালন ঘটিয়ে নদ-নদীর ভূমি, তীরভূমি ও ফোরশোর কিংবা বর্ধিত পয়স্তিলব্ধ জমি জনসাধারণের/প্রজন্মের/দেশের স্বার্থে সংরক্ষণার্থে প্রতিটি ব্যক্তি বা নাগরিক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে বিধিবদ্ধ করা অত্যাবশ্যক। নদীর জমি পয়স্তিলবদ্ধ হলেই তাকে চর হিসেবে/দীর্ঘ মেয়াদী কিংবা চিরস্থায়ী লিজ প্রদান উক্ত আইনের লংঘন। ভূমি মন্ত্রণালয়কে নদীর জমি রক্ষার্থে সাংঘর্ষিক নীতিমালা সংশোধন/বাতিল করার উদ্যোগ সুবিবেচনায় নিতে হবে।

[ঘ] উক্ত SATA, 1950 এর আইন ও বিধিমালা এবং হাইকোর্টের রায়ের আদেশ ও নির্দেশনা অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট নজিরগুলির সঙ্গে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত/সার্কুলারের সাংঘর্ষিক অংশগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা- নিরীক্ষাপূর্বক অবিলম্বে নদ-নদী, জলাধার রক্ষা/সংরক্ষণের বৃহত্তর ও জাতীয় স্বার্থে বাতিল/পরিবর্তন আনা অত্যাবশ্যক।

[ঙ] একই সঙ্গে নদী ও নদী, সম্পদ-পানি, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দর্শন, আইনানুগ রীতিনীতি ও নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, দূষিত পানির স্বাস্থ্যকর পরিশোধন ও ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা, মৎস্যচাষ উন্নয়ন, বন্যা ও খরা ব্যবস্থাপনা, পানির স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশ সম্মত গুণাবলি ও মান বজায় রাখা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ অপরিহার্য। এসব ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সমীক্ষা/গবেষণায় উন্নত ও সমন্বিত প্রযুক্তির ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে।

[চ] স্বল্প ব্যয়ে লাগসই প্রযুক্তি ও যুৎসই কারিগরি পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগকে তরান্বিত করা অপরিহার্য। সমন্বিত প্রযুক্তির ব্যবহার/প্রয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে। নদী ও নদীসম্পদ–পানি ও পরিবেশ সুরক্ষা ও উন্নয়নের মাধ্যমে এ ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের নায্য ও সুষমবন্টন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সমমানসিকতার ও নদী রক্ষার্থে অনুকূল পরিবর্তন প্রয়োজন। জনসচেতনতা ও পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য, পানির দুষ্প্রাপ্যতা মোকাবেলায় সহযোগী আচরণ সৃজনে সমীক্ষাকৃত প্রচেষ্টা অবশ্যম্ভাবি।

[ছ] Cordoning System–ড্যাম/ব্যারেজ/ পোল্ডার কিংবা যেকোন ধরনের বাঁধ নির্মাণ ও পানি একতরফা প্রত্যাহারের কুফল ও প্রতিকূলতা শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান তরান্বিত করতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তঃদেশীয় মানুষে-মানুষে হৃদয়বৃত্তিক সম্পর্ক স্থাপন ও মতবিনিময়, সমঝোতা ও সহযোগিতা জরুরি।

পরিশেষে দৃঢ় আস্থার সঙ্গে সুপারিশ পেশ করতে চাই যে, নদীর তীরভূমির জটিলতা বিরোধ নিস্পত্তিতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট বিভাগ [ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, কালেক্টরেট/বিআইডব্লিউটিএ, পাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা] যৌথ বাস্তবসম্মত সমাধান প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে অনুসরণ আবশ্যক। বিভিন্ন আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধি-বিধানের পরিবর্তন/সংশোধন ও সংস্কার করা জরুরি। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ২০১৩ এবং পানি আইন ২০১৩ এর কার্যকর প্রয়োগ দেশের নদ-নদী ও পানি-পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় অপরিহার্য।

পানি ব্যবস্থাপনা ও নাব্যতাকে টেকসই করতে হলে উদ্ভূত কঠিন বাস্তবতা আমাদেরকে চরম ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। জনমতের দাবির ভিত্তিতে/উজানের প্রাকৃতিক পানি প্রবাহে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রনের সীমাবদ্ধতা, তথ্য আদান-প্রদানসহ পারস্পারিক সমঝোতায় কার্যকর উদ্যোগহীনতা, গভীর মনোযোগের অনুপস্থিতি আমাদেরকে পারস্পারিক আস্থা অর্জন ও সম্মিলিত চেষ্টায় কাটিয়ে উঠতে হবে। এক্ষেত্রে বন্ধুত্বের ভিত্তেতে তো বটেই, ন্যায্যহিস্যার আন্তর্জাতিক আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় কূটনৈতিক শিষ্টাচারে ভারসাম্য বজায় রাখা ও সমঝোতার মাধ্যমে তা গড়ে তুলতে আমাদেরকে সচেষ্ট হতে হবে। দেশের মানুষের দাবি, টেকসই সভ্যতার বিকাশ, প্রকৃতি ও প্রজন্মের সার্বিক অস্তিত্বের কথা অগ্রাধিকার বিবেচনায় এ কমিশন নদ-নদী, পানি ও পরিবেশ বিষয়ক কূটনীতিতে উল্লেখযোগ্য ও সময়োপযোগী পরিবর্তন আশা করছে। পারস্পারিক সমঝোতায় কাঙ্খিত গতিশীলতা প্রত্যাশা করছে।

পাশাপাশি বাংলাদেশকে তার নদ-নদী, খালবিল, হাওর, বাঁওড়, জলাশয় ও জলাধার তথা পানিসম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য তথা অর্থনীতি সভ্যতার ক্রমবর্ধমান বিকাশ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নত জীবন, শান্তি টেকসই ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে অবৈধ দখল, দূষণকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রুখে দিতে হবে; শতবর্ষী ব-দ্বীপ পরিকল্পনার কার্যকর ও সর্বোত্তম বাস্তবায়ন দক্ষতা, যোগ্যতা, সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে সফল করতে হবে। বাংলাদেশকে অভ্যন্তরীণ মিষ্টি পানির মজুত গড়ে তোলার মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমের চাহিদা পূরণে নব্যতা ফিরিয়ে আনতে পর্যাপ্তভাবে আইনের প্রয়োগ, প্রযুক্তিগত সমীক্ষা ও গবেষণাসহ প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও বিকল্প ব্যবস্থাপনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সার্থক ও ফলপ্রসূ করতেই হবে।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান

প্রথম অধ্যায়

- কমিশনের কার্যাবলি
- দেশের নদ-নদী পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম
- কমিশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা
- কমিশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

[ক] কমিশনের কার্যাবলি

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের আইন [২০১৩ সনের ২৯ নং আইন] এ নদী পুন:রুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে আইনের ১২ ধারায় সর্বমোট ১৩টি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

[ক] নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ করা;
[খ] নদী অবৈধ দখলমুক্ত এবং পুন: দখল রোধ করার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
[গ] নদী এবং নদীর তীরে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
[ঘ] নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
[ঙ] বিলুপ্ত বা মৃত প্রায় নদী খননের বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
[চ] নদী সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার উন্নয়নে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
[ছ] নদী-উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের নিকট যে কোন সুপারিশ করা;
[জ] নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
[ঝ] নদী রক্ষাকল্পে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রদান করা;
[ঞ] নদী রক্ষার্থে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা
[ট] নিয়মিত পরিদর্শন এবং নদী রক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণক্রমে সুপারিশ প্রদান করা;
[ঠ] নদী রক্ষা সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান বিভিন্ন আইন ও নীতিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ পর্যালোচনাক্রমে ও প্রয়োজনবোধে উক্ত আইন ও নীতিমালা সংশোধনের জন্য সরকারকে সুপারিশ করা; এবং
[ড] দেশের খাল,জলাশয় এবং সমুদ্র উপকূল দখল ও দূষণমুক্ত রাখিবার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করা।

[খ] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক দেশের নদ-নদী পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

জানুয়ারি ২০১৮-৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত দায়িত্বশীল এবং গৃহীত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি/কার্যক্রম নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'লঃ

নদ-নদী পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এবং সভা, সেমিনার, কর্মশালা, কনফারেন্স অনুষ্ঠানঃ

[১] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয়/বিভাগ/জেলা পর্যায়ে সারাদেশে ৪০টি সেমিনার সুসম্পন্ন করা হয়েছে, ৫৮টি জেলা এবং ১২০টি উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদী, সংযোগখাল, হাওড়-বাওড়/জলাশয়, জলাধার পরিদর্শন করা হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত/করণীয়, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/সংস্থা/বোর্ড/কমিটি/কমিশন/বিভাগ ও মন্ত্রণালয়কে প্রদান করা হয়েছে।
[২] জেলা/উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নদী অবৈধ দখল/উচ্ছেদ অভিযান ও দূষণ প্রতিরোধ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করণার্থে বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিসহ বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তরগুলিকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। নদী পথ/সমুদ্র ও নৌ বন্দর এলাকার অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও উদ্ধারে বিআইডব্লিউটিএ/বন্দর কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসককে যথার্থরূপে পরিদর্শন পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে বার বার তাগিদও দেয়া হয়েছে। ৮টি বিভাগে এ বিষয়ে ৮টি সেমিনার, ৮টি সভা, ৫৮টি জেলায় সভা ও ৪০টি সেমিনার এবং ১২০টি উপজেলায় নদ- নদী, হাওড়সহ জলাধারাগুলি পরিদর্শন ও সভা এবং জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
[৩] পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সকল নদ-নদীর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তদনুযায়ী অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, নদী দূষণমুক্ত, খনন ও উন্নয়ন এবং সমুদ্র উপকূল দখল ও দূষণমুক্ত রাখার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করার জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনের ১২[ঘ], [ট], [ড] ধারায় বিধান রাখা হয়েছে। সেইসব বিধান বাস্তবায়নে কমিশন বছরব্যাপী উল্লিখিত কর্মকাণ্ড দেশব্যাপী বাস্তবায়নে ব্যাপৃত থেকেছে গভীরভাবে/ব্যাপকরূপে।

নাব্যতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ড্রেজিং ও খননকার্য পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণঃ

[৪] নাব্যতা বৃদ্ধিতে ক্রমাগত বর্ধিত মাত্রায় ড্রেজিং/খননে বিআইডব্লিউটিএ/পানি উন্নয়ন বোর্ড/কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন দায়িত্বরত রয়েছে। বিভিন্ন নদীতে চলমান ড্রেজিং/খনন [ক্রমবর্ধমাণহারে] বাস্তবে পরিদর্শন করা হয়েছে। ড্রেজিং পদার্থ- মাটি/বালু/বর্জ ইত্যাদি এলোমেলোভাবে নদীর গর্ভেই ফেলে আসছে ঠিকাদার। এ কাজে বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় অপরিহার্য এবং সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও মাস্টার প্ল্যান-এর মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একাজ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালাঃ

[৫] আইনের যথার্থ ও ন্যায়ানুগ প্রয়োগ বৃদ্ধি করণার্থে পারস্পরিক আলোচনা, প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা স্পষ্টীকরণে কমিশন ব্যাপৃত রয়েছে। বিভাগ/জেলা/উপজেলায় সরেজমিন সভা/সেমিনার/কর্মশালা করেছে এবং পরামর্শ ও পদ্ধতি সুপারিশ করেছে। নদ-নদীর সুনির্দিষ্ট তালিকাসহ অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়ন ও আধা-সরকারি পত্রের মাধ্যমেও উচ্ছেদ অভিযানের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এ প্রতিবেদন প্রকাশ-অবধি ৫৪টি জেলা থেকে নদ-নদীর দখলদারদের তালিকা কমিশন পেয়েছে, যেগুলি অন-লাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। আদালত কর্তৃক নদ-নদী, পরিবেশ-প্রতিবেশ মামলাগুলির নির্দেশনা/রায়/ নজীর তুলে ধরা হয়েছে।

[৬] স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প/কর্মসূচি বিবেচনাধীন রয়েছে। উচ্ছেদ ও সংযোগ খাল খননের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

[৭] টাস্কফোর্স কমিটি আলোচ্য বছরে কাজ করে যাচ্ছে, ৩-৪টি সভা করেছে, সৃষ্টির পর থেকে এ পর্যন্ত ৩৮টি সভা হয়েছে। গৃহীত সিদ্ধান্ত/বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ঢাকা মহানগরী খাল পরিদর্শনসহ ঢাকা জেলার চতুরপার্শ্বের নদ-নদীগুলি [বুড়িগঙ্গা, আদিবুড়িগঙ্গা [বুড়িগঙ্গা-ধলেশ্বরী সংযোগাংশ], তুরাগ, ধলেশ্বরী, শীতালক্ষা, বালু] এবং চট্টগ্রামে কর্ণফুলি, হালদা নদীর অবৈধ দখল চিহ্নিত করণ ও উচ্ছেদ, উন্নয়ন পরিকল্পনা বিবেচিত হয়েছে। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, ধলেশ্বরী, শীতালক্ষা, বালু নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণ ও মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণে ও জটিলতা নিরসনে Crash Program হিসাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে যৌথকমিটি সরেজমিনে কাজ করে চলছে।

সমন্বয়সাধনঃ

[৮] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে গঠিত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়মিত সভা হচ্ছে। বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার/ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থাকে বাস্তবায়নের তাগিদ দেয়া হয়েছে ও পরিদর্শন পরিবীক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

[৯] দেশের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশের সকল নদ-নদীর কার্যক্রমের বিষয়, সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত ১২[ক] ধারাটি আইনে সংযোজিত হয়েছে।

নদী সংক্রান্ত গবেষণা ও সমীক্ষাঃ

[১০] Bangladesh Delta Plan-2100 এর অধীন উচ্ছেদ, খনন, উদ্ধার ও নদী উন্নয়ন কর্মসূচি/পরিকল্পনা বিবেচনাধীন। সরকার ইতোমধ্যে River Master Plan টাস্কফোর্সের মাধ্যমে বিবেচনায় নিয়েছে।

[১১] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক নদ-নদীর প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয়ে SPARRSO কারিগরি Hydro morphological এবং Geo-Technical Study চলমান রয়েছে।

[১২] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক ডাটাবেইজ সফটওয়ার প্রস্তুত ও অনলাইনে স্থাপিত হয়েছে, যেখানে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক নদ-নদী সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত ও প্রক্ষেপণ কাজ চলমান রয়েছে।

[১৩] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক গৃহিত দেশের ৪৮টি নদ-নদীর সমীক্ষা ও ডাটবেইজ প্রস্তুতকরণ কাজ চলমান রয়েছে। লোকবল ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়েছে। RS-GIS-GPS এর সাহায্যে ডাটাবেইজ তৈরির কাজ বাস্তবায়নাধীন, যা পর্যায়ক্রমে দেশের সকল নদ-নদী, খাল বিল ও জলাধার সমীক্ষায় ব্যবহৃত হবে। থিমেটিক ম্যাপ ও হাইড্রোলজিক্যাল, কৃষি-মৎস্যসহ অর্থ-সামাজিক তথ্যভাণ্ডার তৈরির কাজের সূচনা করা হয়েছে।

নদী রক্ষায় আইনি মোকাবেলাঃ

[১৪] হাই কোর্ট ও আপীল বিভাগসহ দেশের বিভিন্ন দেওয়ানী আদালতে নদীর মালিকানা স্বত্ত্ব ও দখল নিয়ে বিরোধ ও মামলা মোকাবেলার জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। উচ্ছেদ অভিযানসহ প্যানেল আইনজীবী নিয়োগে বাজেট বৃদ্ধির প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। বিভিন্ন আদালতে নদী বিষয়ক চলমান মামলাগুলি পরিচালনার জন্য নিয়োজিত রিটেইনার আইনজীবীদেরকে কর্মশালার মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে পক্ষাবলম্বনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

[১৫] চাহিদা মোতাবেক জেলাগুলোতে সিএস নকশা সরবরাহ করা হয়েছে, বেশ কয়েকটি জেলার সিএস পর্চার চাহিদা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সিএস নকশা ও পর্চা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে তা সরবরাহের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাজেট বৃদ্ধির আবশ্যকতা বিদ্যমান।

নদী পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়নঃ

[১৬] নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ ও নাব্যতা রক্ষার্থে প্রয়োজনে নদীর তীরভূমির অতিরিক্ত জমি আইনানুগভাবে অধিগ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

[১৭] নদীমাতৃক বাংলাদেশের অধিকাংশ নদী-নদীর গতি, নদীর তীর বিভিন্নভাবে দখল, কলকারখানার বর্জ্যে দূষণ, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণের ফলে গতি প্রবাহ বন্ধ হয়ে বিলুপ্ত, মৃত বা অর্ধমৃত। এ সকল অশুভ প্রক্রিয়া থেকে নদীকে পুনরুদ্ধার করতে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ সচল রাখার লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ প্রদানের জন্য এ আইনে ৬টি ধারা সংযোজিত হয়েছে [খ,গ,ঙ,ঝ, ড]।

[১৮] SATA ১৯৫০ এর ৮৬ ও ৮৭ ধারা অনুসরণে এবং মহামান্য হাই কোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ রিট পিটিশনের নির্দেশ অনুসরণে নদীর ভূমি রক্ষার্থে অবৈধ দখল উচ্ছেদ এবং পানি, পরিবেশ ও প্রতিবেশসহ রক্ষাকরণের জন্য সভা, সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে লাগসই উন্নত প্রযুক্তি আমদানী ও দেশজ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য পরামর্শ ও তাগিদ দেয়া হয়েছে।

[১৯] দেশপ্রেমিক সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মচারী/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি উপযুক্ত সময়ে বিবেচনাধীন। এ লক্ষে কমিশন নীতিমালা ও বিধিমালা কাজ/প্রণয়নে কাজ গ্রহণ করেছে।

নদী সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার সৃষ্টিঃ

[২০] নদীসংশ্লিষ্ট ডাটাবেইজ তৈরি/প্রকল্প তথ্যাদি অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে। তবে নদ-নদীভিত্তিক ডাটা মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত ডাটা অন্তর্ভুক্তির কাজ অব্যাহত রয়েছে।

[২১] 'তথ্যই শক্তি'-এ মূলমন্ত্রকে বাস্তবায়নের জন্য নদী সংক্রান্ত একটি তথ্য ভান্ডার সৃষ্টির মাধ্যমে নদ নদীর বিষয়ে ভবিষ্যত গবেষণা, কর্মক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এ আইনের 'চ' ধারার সুপারিশ প্রদানের জন্য সংযোজন করা হয়েছে।

[২২] নদ-নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদ উদ্ধার এবং পানি ও পরিবেশের দূষণের ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি।মিডিয়া ও পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী প্রদত্ত বাণী সম্বলিত ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে।

[২৩] পাবন-নাটোরের বড়াল নদীর অবৈধ দখল উদ্ধার ও অনুপযোগী স্থাপনাসমূহ স্লুইজগেট, কালভার্ট, ব্রিজ অপসারণ করা হচ্ছে যা কমিশনের বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সার্বিক সফলতা এসেছে। এ উদাহরণ দেশের অন্যান্য নদ-নদীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হচ্ছে।

পরিবেশগত ভারসাম্য ও জনসচেতনতাঃ

[২৪] নদী ও নদী সম্পদ রক্ষার্থে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে দেশের সকল বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এ বিষয়ে কোকাশ পয়েন্টস সভা, সেমিনার, মতবিনিময় সভা, র‌্যালি ও পথসভা দিবস উদযাপন প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া, ফেইসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালানো হয়েছে। বিভিন্ন স্থানীয় সরকার পরিষদ/পৌরসভা/সিটিকর্পোরেশনকে ও এলক্ষে পর্যাপ্ত পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

[২৫] মানিকগঞ্জ এর সিংগাইর উপজেলার ধল্লা ইউনিয়নের ধল্লা ও ফোর্ডনগর মৌজার ধলেশ্বরী নদীর তীর ও ফোরশোর অবৈধভাবে দখল উদ্ধারে গৃহীত ব্যবস্থাদি যোগ্যতা, দক্ষতা ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে যৌথ কমিটির মাধ্যমে সমাধান প্রক্রিয়ায় সুফল অর্জিত হয়েছে।

[২৬] নীলফামারী জেলার দেওনাই নদীর অবৈধভাবে বাঁধ, মৎস্যচাষ ও জলমহল হিসাবে লিজ দেয়া বন্ধকরা সম্ভব হয়েছে। নীলফামারী জেলার, উপজেলাধীন দেওনাই নদীতে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ দিয়ে তাকে জলমহাল হিসেবে ব্যবহার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সকল শ্রেণি-পেশার আপামর জনগণ এ কমিশনের নেতৃত্বে নদী উৎসব করেছে, যা কমিশন ও সরকারের ভাবমুর্তিকে উজ্জ্বল করেছে; এ ত্বরিত কার্যক্রম সর্বস্তরের জনগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।

[২৭] হালদা নদীর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও ইটের ভাটা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। তবে খন্দকিয়া খালের মুখে দূষিত তরল শিল্প বর্জ্য বন্ধে সিটিপি/ইটিপি তৈরি করানো অদ্যবধি যায়নি। তবে পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন ও মিস্ত্রি-কে কার্যক্রম ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণার্থে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

[২৮] বগুড়া জেলায় সভা, সেমিনার ও নদী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অবৈধ নদী উদ্ধারে সম্মিলিত প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। টিএমএসএস এর মত একটি সমাজকল্যানমূলক সংঘ করতোয়া নদীর বিভিন্নস্থান দখল করে রেখেছে। জেলা প্রশসন কর্তৃক গৃহীত উদ্ধার কার্যক্রম স্থানীয় আদালতের Stay Order-এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে উক্ত সংস্থাটি। যা অপসারণ [Vacate] করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

কমিশন-বেসরকারি সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বমূলক কর্মকাণ্ড:

[২৯] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নদীভিত্তিক বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি-সেমিনার/কর্মশালা/কনফারেন্স/দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান/নদী উদ্ধার উৎসব/জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্য সম্পন্ন করেছে। বাপা/নদী পরিব্রাজক দল/পবা/রিভারাইন পিপল/একশনএইড/নদী বাঁচাও আন্দোলন/ নদী ঘোরাও নদীর পথে/বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন/IUCN সহ দেশের ৭০-৭৫টি নদীভিত্তিক সংগঠনকে নিয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে, যা অব্যাহত আছে। এক্ষেত্রে দেশের প্রায় সকল পত্র-পত্রিকা, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া, সামাজিক মাধ্যমসমূহ সারাবছরই সরব/সোচ্চার রয়েছে।

নদী সংক্রান্ত তথ্য ভাণ্ডার তৈরি এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ নদী বিষয়ক গবেষণা ও সমীক্ষা:

ক. দেশের সকল নদ-নদীর হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল সমীক্ষাপূর্বক থিমেটিক ম্যাপ প্রণয়নের মাধ্যমে Real Time Database সংগ্রহসহ তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুতকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ বলে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন করেছে। ৫ আগস্ট ২০১৪ থেকে গঠিত কমিশন নদী রক্ষার কাজে ব্যাপৃত ও ব্যস্ত রয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন দেশের নদ-নদীগুলি অবৈধ দখল ও দূষমুক্ত রাখার স্বার্থে নদ-নদীর প্রকৃত সীমানা, CS, RS এবং তদপূর্ববর্তী সময়ের Time Series Analysis ও Historical Database Map সমন্বিত স্যাটেলাইট ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি তথা RS, GIS, GPS, GTV & RV পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে Real Time Database সংগ্রহসহ তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এ লক্ষ্যে কমিশনের আওতায় "নদী দূষণ, অবৈধ দখলদারিত্ব এবং অন্যান্য দূষণ থেকে নদী রক্ষা ও নদীর তথ্য ভাণ্ডার তৈরি ও গবেষণা প্রকল্প [১ম পক্ষ]" হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ও অর্থায়নে ইতোমধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে সারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের কাজ পর্যায়ক্রমিক উপায়ে শুরু হয়েছে।

গ. জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রকল্পের মাধ্যমে ধাপে ধাপে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে। বাংলাদেশের সকল নদ-নদীর তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রকল্পের অধীনে দেশের সকল নদ-নদী, খাল, বিল, জলাশয়-জলাধারের সমন্বিত ম্যাপ এবং Master Plan প্রস্তুত করা হবে, যার আলোকে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা/বিভাগের সমন্বয়ের মাধ্যমে টেকসই প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে। ফলে দ্বৈততা পরিহারসহ সম্পদের সর্বোত্তম বণ্টন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ঘ. জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন স্পারসোর সহযোগিতার বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় রিমোট সেনসিং [Remote Sensing] টেকনোলজি ব্যবহার করে CS খতিয়ানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সকল নদীর উর্দ্ধ-সংযোগ, নিম্ন সংযোগ, আন্ত-সংযোগ, পার্শ্ব-সংযোগসহ রিয়েল-টাইম তথ্য সংগ্রহ এবং টাইম সিরিজ ডাটা বিশ্লেষণ এবং যাচাই ও পুনঃযাচাইয়ের মাধ্যমে হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল [hydro-morphological] সমীক্ষা এবং থিমেটিক [Thematic] মানচিত্র তৈরি করা হবে। ফলে নদী রক্ষার জন্য কমিশন সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে পারবে এবং নদ-নদীসহ দেশের পুর্বেকার এবং পরিবর্তিত জলাধারের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরা সম্ভব হবে। স্পার্সো এর RS based Receiving Center ও অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরিভিত্তিক প্রযুক্তিগত সুবিধা এবং কারিগরী দক্ষ জনবল থাকায় এবং ইতোমধ্যে দেশের Coastal Land Zoning সহ নদ-নদীর morphological সমীক্ষার কাজ করার অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা রয়েছে। দেশের সমুদ্রবন্দরের maritine boundary নির্ধারণেও স্পার্সোর অবদান অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে দেশের নদ-নদীর উত্তমরূপে hydro-morphological সমীক্ষাপূর্বক সমন্বিত ম্যাপ ও থিমেটিক ম্যাপ তৈরির জন্য সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

ঙ. সম্ভাব্যতা জরিপ প্রস্তাবে বুড়িগঙ্গা নদীর আকার-আকৃতিগত পরিবর্তন এবং পানি প্রবাহের অবস্থা বিশ্লেষণের উল্লেখ করা হয়েছে; বুড়িগঙ্গার পাইলট জরিপের সাথে তুরাগ, টংগী, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর জরিপ সম্পাদিত হবে। তাতে ঢাকার চার পাশের নদীসমূহের সার্বিক অবস্থা চিহ্নিত হবে এবং কমিশনের তথ্য সন্নিবেশ, সমন্বয় ও যাচাই কার্যক্রম সহজ হবে এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবকৃত রিভার মাস্টার প্ল্যান এর কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয় সাধন ফলপ্রসূ হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

চ. আলোচ্য প্রস্তাবে জিওরেফারেন্সকৃত [go Referencing] CS মানচিত্র, ১৯৮৩/৮৪ সালের আকাশ আলোকচিত্র এবং হাই রেজল্যুশন স্যাটেলাইট ছবি থেকে নদীর ভৌগলিক ডিজিট্যাল উপাত্ত ভাণ্ডার প্রস্তুত এবং সম্মিলত [Composite layer generation] ঘটবে। এর সঙ্গে RS/BS মৌজা ও খতিয়ানভুক্ত মানচিত্র এবং ন্যুনতম আরও একটি পূর্বের স্যাটেলাইট ইমেজ লেয়ারভিত্তিক সম্মিলনের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তাতে নদীর RS এর পূবাবস্থায় কোথায় ছিল এবং কতটা জমি নদী হারিয়েছে তা বের করা সম্ভব হবে; এবং কালেক্টর কর্তৃক কতটা জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে সেটি যাচাই করা সহজ

হবে। অত্যাধুনিক উন্নত পদ্ধতি অবলম্বনে প্রয়োজনীয় যা নদীর সীমানা নির্ধারণে গ্রহণযোগ্য ম্যাপ/দলিল তৈরি করা সম্ভব হবে।

ছ. প্রস্তাবিত CS খতিয়ানভুক্ত মানচিত্রের ভিত্তিতে নদীর আকার-আকৃতিগত অবস্থানের পরিবর্তন এবং সকল উপনদী, শাখানদী, বিল, জলাশয়, প্লাবনভূমি, জলাভূমি প্রভৃতির সংযোগ দেখিয়ে ক্যাচমেন্ট ম্যাপে সেগুলি প্রদর্শন করা সম্ভব হবে।

জ. থিমেটিক ম্যাপে লেয়ারভিত্তিক ক্রস সেকশনের অবস্থান ও ডাটা সিরিজ, সেডিমেন্ট ডাটা সিরিজ, বেড ম্যাটেরিয়ালের লোকেশন ও ডাটা, বালু মহালের অবস্থান, জল মহালের অবস্থানসহ সকল মরফোলজিক্যাল ডাটার সন্নিবেশ ঘটানো সম্ভব হবে।

ঝ. ম্যাপে লেয়ারভিত্তিক ব্রিজ, কালভার্ট, পানি অবকাঠামো, ক্রস বাঁধ প্রভৃতির অবস্থান দেখিয়ে বিস্তারিত তথ্যের সংযোজন করা হবে।

ঞ. থিমেটিক ম্যাপে নিম্নোক্ত ডাটা সন্নিবেশ করা সম্ভব হবে: বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, হিউমিডিটি, বাতাসের গভীরতা, সানসাইন আওয়ার সহ হাইড্রো-মেট্রোলজিক্যাল স্টেশনের লোকেশন ও তথ্য সন্নিবেশ।

ট. পানির লেভেল, প্রবাহ স্টেশন, এগুলোর টাইম সিরিজ, কমান্ড এরিয়া, ফ্লাডজোনিং, সয়েল এসোসিয়েশন, ক্রপিং প্যাটার্ন, কন্টুর ম্যাপ, ভূ-গর্ভস্থ পানির মনিটরিং কূপের লোকেশন, ফ্লাকচুয়েশন টাইম সিরিজ, STW, DTW, STW, LLP এর লেভেল ও ক্যাপাসিটি বিষয়ক সকল তথ্য ম্যাপে সংযোজন করা সম্ভব হবে।

ঠ. ম্যাপে বনাঞ্চলে, কৃষিক্ষেত, বাড়িঘর, হাট-বাজার, ভাঙন স্থান প্রভৃতির সন্নিবেশ থাকবে। এক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Land zoning map এর বাস্তবভিত্তিক ব্যবহার ভ্যালিডেশন ও রিভ্যালিডেশন ও সমন্বয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাবে।

ড. কৃষি, মৎস্য, শিল্প-কারখানা, নৌচলাচল, গৃহস্থালি, পরিবেশ, প্রতিবেশ সকল তথ্য [Attributed] ডাটা হিসেবে সন্নিবেশিত হবে।

ঢ. বর্ণিত নদীসমূহের অববাহিকায় পানি সংক্রান্ত সকল প্রকল্পের তথ্যের সংযোজন ম্যাপে প্রদর্শন করা হবে।

ণ. নদী-দূষণ, সামাজিক, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল তথ্য আলোচনা সাপেক্ষে আলোচ্য থিমেটিক ম্যাপ সন্নিবেশ করা যাবে।

ত. তথ্য সমন্বয় ও সন্নিবেশের বিষয়ে স্পারসোর সামর্থ রয়েছে। তবে স্পার্সো সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর: পাউবো বিআইডব্লিউটিএ, CEGIS, IWM, RRI সহ অন্যান্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ করবে। সেজন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য চাহিদা প্রকল্পের মাধ্যমেই যোগান দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

থ. সমীক্ষাটির কারিগরী দিকের জটিলতা, সময় এবং বিশেষ করে সিএস খতিয়ানের ভিত্তিতে নদ-নদীর আকার-আকৃতিগত পরিবর্তন সংক্রান্ত মানচিত্র ইতোপূর্বে দেশে প্রস্তুত হয় নাই বিবেচনায় অলোচ্য সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে একটি সম্ভাব্যতা জরিপ পরিচালনার বিষয়ে স্পারসো মত প্রকাশ করে। আলোচ্য সম্ভাব্যতা জরিপ সম্পাদনে ৪ [চার] মাস সময়কাল প্রয়োজন হবে এবং গেন লক্ষে স্পার্সো ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে এবং সুফল পাওয়া যাচ্ছে বলেও মতামত ব্যক্ত করেছে।

দ. দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর, বাওর, জলাশয় ও জলাধারের বিষয়ে হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা এবং থিমেটিক মানচিত্র প্রস্তুত এবং এ ক্ষেত্রে স্পার্সো কর্তৃক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত রেকর্ড এবং তথ্য উপাত্ত সরবরাহের মাধ্যমে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ১২ [ক] ধারায় বর্ণিত কার্যাবলি বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ধ. এই পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা ও ম্যাপ প্রস্তুতকরণ ও আনুসঙ্গিক রেকর্ডপত্র ও তথ্য উপাত্ত উৎপাদন ব্যয় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ থেকে অর্থায়ন করা হবে। এ লক্ষে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিল করা হচ্ছে।

নদী রক্ষা সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা সংশোধন:

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণতা শিথিল কিংবা জবাব দিহিতা বা অব্যবস্থাপনা রোধে ব্যাখ্যা গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। যা কার্যত: মূল ও মৌলিক উদ্দেশ্য ও আদর্শের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ, নদী রক্ষা সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান বিভিন্ন আইন ও নীতিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ পর্যালোচনাক্রমে প্রয়োজনবোধে উক্ত আইন ও নীতিমালা সংশোধনের জন্য সরকারকে সুপারিশ করার জন্য 'ঠ' ধারা সংযোজন করা হয়েছে।

কমিশন আইনের সীমবদ্ধতা:

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনে বর্ণিত কার্যাবলি মূলত সমন্বয় সাধন, সুপারিশ ও পরামর্শমূলক। আইনের ১২[ক]-[ড] ধারা অনুযায়ী কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয়, নদ-নদীর দূষণ, দখলরোধসহ, নদীর

উন্নয়নের জন্য করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সরকারের নিকট সুপারিশ করবে। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত বা কার্যকর না হলেও কারণ অবহিত হয়ে বার্ষিক প্রতিবেদনে তা লিপিবদ্ধ করে জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের নিমিত্তে সরকারের নিকট পেশ করবে। আইনে প্রায়োগিক কোন ক্ষমতা কমিশনকে প্রদান করা হয়নি। নদীর জমির অবৈধভাবে দখল, পুনঃদখল নদীর পানি ও পরিবেশ দূষণ ঘটলে বা ঘটালে এবং এ সকল অবৈধ কর্মকাণ্ড বন্ধকরণার্থে কোন দায়িত্ব কমিশনকে দেয়া হয়নি। নদী রক্ষার্থে নাব্যতা আনয়নের কাজ সুনিশ্চিত করতে হবে, অথচ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উপর ১২ [ক]-[ড]-তে অর্পিত কার্যাবলি নির্বাহের বাস্তবিক প্রয়োজনের তাগিদে জনস্বার্থে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩-এ নির্বাহী প্রায়োগিক আদেশ প্রদানের ক্ষমতা আইনে নাই, যা আইনে বিবৃত নদী রক্ষার কার্যে নিয়োজিত যার কারণে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

[গ] কমিশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো:

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ
১ম শ্রেণি [স্থায়ী]	১৮টি
২য় শ্রেণি [স্থায়ী]	৪টি
৩য় শ্রেণি [স্থায়ী]	১০টি
আউট সোর্সিং	১৬টি
মোট	৪৮টি

কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোর বর্ণনা:

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	বর্তমান কর্মরত	শূন্য পদের সংখ্যা	শূন্য পদ পূরণের জন্য গৃহীত কার্যক্রম
১ম শ্রেণি					
[১] চেয়ারম্যান		১টি	১ জন	-	---
[২] সার্বক্ষণিক সদস্য		১টি	১ জন	-	---
[৩] সচিব		১টি	-	১টি	প্রেষণে কর্মরত।
[৪] পরিচালক		১টি	১ জন	-	প্রেষণে কর্মরত।
[৫] প্রধান হাইড্রোলজিস্ট		১টি	-	১টি	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেষণে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
[৬] উপপরিচালক		২টি	২ জন	-	৩জন প্রেষণে কর্মরত। ২ জন উপপরিচালক [সিনিয়র সহকারী সচিব] প্রেষণে পদায়িত।
[৭] উপপ্রধান		২টি	-	২টি	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেষণে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
[৮] চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব		১টি	১ জন	-	শূন্য রয়েছে।
[৯] সহকারী পরিচালক		৩টি	-	৩টি	নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্নের অপেক্ষায়।
[১০] সহকারী প্রধান		৪টি	-	৪টি	
[১১] সহকারী প্রোগ্রামার		১টি	-	১টি	
মোট		১৮টি	৫ জন	১৩টি	
২য় শ্রেণি					
[১] সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউপার অপারেটর		৩টি	-	৩টি	নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্নের অপেক্ষায়।

[২] হিসাব রক্ষক	১টি	-	১টি	
মোট	৪টি	-	৪টি	
৩য় শ্রেণি				
[১] ক্যাশিয়ার	১টি	-	১টি	নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
[২] অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৮টি	-	৮টি	
[৩] ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১টি	-	১টি	
মোট	১০টি	-	১০টি	
আউটসোর্সিং				
[১] গাড়িচালক	৫টি	-	৫টি	নিয়োগকৃত।
[২] ডেসপাস রাইডার	১টি	-	১টি	
[৩] অফিস সহায়ক	৯টি	-	৯টি	
[৪] পরিচ্ছন্ন কর্মী	১টি	-	১টি	
মোট	১৬টি	-	১৬টি	

কমিশনে কর্মরত জনবল:

কমিশনে ২২ জন স্থায়ী জনবল নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মার্চ ২০১৯ এর মধ্যেই নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

- কমিশনের প্রাত্যহিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য ২[দুই] জন উপসচিব কর্মসম্পাদনের জন্য সংযুক্তিতে রয়েছে। যাদের মধ্যে একজন চলমান প্রকল্পের পরিচালক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছেন।
- ১ জন পরিচালক [উপসচিব] প্রেষণে কর্মরত।
- ৪ জন উপপরিচালক [সিনিয়র সহকারী সচিব] এবং ১ জন উপপরিচালক [দুদক] প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছে।
- নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা হতে ১ জন উচ্চমান সহকারী, ১ জন অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক সংযুক্তিতে দায়িত্ব পালন করছে।

জনবল সমস্যা এবং সমাধান:

কমিশনের স্থায়ী জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে জনবল সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়ে সমাধান হবে। তবে কমিশনের বর্তমান অর্গানোগ্রামে চাহিদা মোতাবেক জনবল পাওয়া যায়নি। এ কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্বের পরিধি ও ব্যাপ্তি বিবেচনায় কয়েকটি সেল- আইন শাখা/তথ্য প্রযুক্তি শাখা/গণসম্পর্ক শাখা [পিআর]/লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন শাখা/ জনসচেতনতা কার্যক্রম শাখা/ পানি ও পরিবেশ উন্নয়ন শাখা/গবেষণা শাখা/মোবাইল কোর্ট ও উচ্ছেদ অভিযান শাখা সৃজন করা অত্যাবশ্যক। এছাড়াও ০৮টি বিভাগে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের ০৮টি বিভাগীয় অফিস স্থানের জন্য সরকারের অনুমোদন ও জনবল অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে, যার প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই জন্য অর্গানোগ্রামে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনা অত্যাবশ্যক।

নিজস্ব ভবনের জন্য জায়গা ও অর্থ বরাদ্দ:

কমিশনের নিজস্ব কোন ভবন নেই। ভাড়া করা ভবনে স্বল্প পরিসরে কর্মপরিচালন করে যাচ্ছে কমিশন। নিজস্ব অফিস ভবনের জন্য স্থান/জমি বরাদ্দ ও ভবন তৈরি করার জন্য অর্থায়ন প্রয়োজন। ইতিমধ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের নিকট ফেয়ারলি হাউস থেকে ২০ কাঁঠা জমি বরাদ্দের অনুরোধ জানানো হয়েছে। কোনরুপ বরাদ্ধ পাওয়া যায়নি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকটও উপর্যুক্ত স্থানে জমি বরাদ্দের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। জাতীয় এ কমিশনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং এর বিশাল কর্মব্যাপ্তি সুবিবেচনায় এনে উপযুক্ত জায়গায় পর্যাপ্ত জমি বরাদ্দের ও ভবন নির্মাণের অনুমোদন ও অর্থায়ন অতিব প্রয়োজনীয়। সরকার প্রধান মাননীয় প্রধান মন্ত্রী এক্ষেত্রে অনুগহ অনুমোদন কমিশন বিনীতভাবে প্রত্যাশা করছে।

দখলদারদের তালিকা প্রস্তুতকরণ ও সীমানা নির্ধারণ:

২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর মধ্যে দখলদারদের তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং উচ্ছেদ অভিযান শুরু করার জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও কালেক্টরদের সময়াবদ্ধ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সকল বিভাগীয় ও জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় উপস্থিত হয়ে নদী ভিত্তিক

দখলদারদের তালিকা চূড়ান্ত করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। নিরপেক্ষভাবে সমন্বয়ের সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় অবৈধ দখলদারদেও তালিকা প্রকাশের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণার্থে অনুরোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৪টি জেলা থেকে তালিকা পাওয়া গেছে, যা কমিশন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

উচ্ছেদ কার্যক্রমের জন্য জনবল সৃজন এবং Logistics সংগ্রহ আবশ্যকঃ

উচ্ছেদ ও উদ্ধার কার্যক্রমে জেলা প্রশাসককে সহায়তা করার জন্য পর্যাপ্ত জনবল সৃজন এবং এক্ষেত্রে সকল জেলা প্রশাসক এর অনুকূলে অর্থ প্রদান জরুরি। সীমানা নির্ধারণের জন্য প্রকল্প অর্থায়ন জরুরি। বিভাগীয় কমিশনার, যিনি বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভাপ্রতি, তার দায়িত্বাধীনে উচ্ছেদ কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালনার স্বার্থে লজিস্টিক্স ক্রয়/সরবরহে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও তা কমিশনের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

পর্যাপ্ত যানবাহন সংগ্রহঃ

নৌ পথে নদ-নদী পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের জন্য ০৮টি বিভাগে ০৮টি জলযানের অনুমোদন ও তা সংগ্রহের জন্য অর্থায়ন আবশ্যক। একইভাবে কমিশনের সদস্য ও কর্মকর্তাদের জন্য সারাদেশে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কাজের জন্য কমপক্ষে ০৮টি জীপ প্রয়োজন।

কমিশনে সদস্য নিয়োগঃ

কমিশনের ৪জন সদস্য সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োগের জন্য জরুরি ভিত্তিতে অণুমোদন প্রয়োজন। বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী সহযোগী বিশেষজ্ঞ [Associate Exper] ন্যূনতম ৫ জনকে অবৈতনিক হিসেবে নিয়োগের জন্য আইনে সংশোধনী আনা আবশ্যক।

কমিশনের সকল সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যঃ

প্রশিক্ষণ ও বিদেশে স্টাডি খাতে এবং গবেষণা ও সমীক্ষার জন্য অর্থায়ন করা প্রয়োজন।

স্বাধীন ও কার্যকর কমিশন গঠনঃ

অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে, নিরপেক্ষভাবে স্বাধীন ও কার্যকররূপে নির্বাহ করতে আদেশ ও সমন্বয়ের জন্য উপর্যুক্ত মর্যাদার আসনে উন্নীত করা জরুরি। এক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যে আগামী ৬ মাসের মধ্যে আইন সংশোধনের কাজ নিস্পন্ন করার আদেশ রয়েছে।

আইন সংশোধনঃ

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত এবং মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে প্রদত্ত আদেশ ও নির্দশনার প্রেক্ষিতে 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩-এর সংশোধনী আনায়নে আবশ্যকীয় সংশোধনী প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরণে এ কমিশন কাজ করে চলেছে।

কমিশনের নিরাপত্তা বিধানঃ

কমিশনের কার্যালয়সহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এবং নদ-নদী উদ্ধার ও উচ্ছেদ কার্যে আইন-কৃঙ্খলা রক্ষার্থে ও সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য কমিশনের আওতায় পুলিশ মোতায়নের স্থায়ী ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একইভাবে নদ-নদী রক্ষায় সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বিধানে নৌ-পুলিশ কমিশনের আইনের আওতাধীনে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

জনসচেতনতা বৃদ্ধিঃ

জনসচেতনতা বৃদ্ধির খাতে পর্যপ্ত অর্থায়ন করা প্রয়োজন; যাতে করে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিসহ বিভিন্ন সংস্থা [সরকারি-বেসরকারি ও আধাসরকারি কিংবা স্বায়ত্বশাসিত] এবং নদী রক্ষায় নিয়োজিত সংগঠনগুলি ও সর্বোপরি প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া, সোস্যাল মিডিয়া এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক প্রচারণা চালানো সম্ভব হয়।

[ঘ] কমিশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর একটি প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনেকাংশে নির্ভর করে। কমিশনের তহবিল মূলতঃ অনুদান নির্ভর। কমিশন আইনে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব তহবিল সৃষ্টির কোন সুযোগ না থাকায় কমিশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সরকার হতে প্রাপ্ত "সাহায্য মঞ্জুরী" এর উপরই নির্ভর করতে হয়। কমিশনের অর্থ সরকারি বিধি-বিধানের আওতাতেই পরিচালিত হয়।

বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

সরকার হতে "সাহায্য মঞ্জুরী" খাতে প্রাপ্ত বাজেটের যথাযথ আইনসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন ৭ [সাত] সদস্য বিশিষ্ট একটি বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে। কমিটির কাঠামো নিম্নরুপ :

১। চেয়ারম্যান------------------------- সভাপতি
২। সার্বক্ষণিক সদস্য------------------- সদস্য
৩। সচিব, জানরক--------------------- সদস্য
৪। পরিচালক [প্রশাসন] ----------------- সদস্য
৫। পরিচালক [পরিবীক্ষণ] --------------- সদস্য
৬। উপপরিচালক [প্রশাসন ও অর্থ] ------- সদস্য
৭। পরিচালক [অর্থ] --------------------- সদস্য সচিব

তহবিলঃ

[১] কমিশনের "তহবিল" "কমিশন আইনের" ১৫ ধারার বিধানমতে পরিচালিত হয়। এছাড়াও কমিশনের বাজেট ও বিশেষ বিশেষ খাতে ব্যয়ের প্রস্তাবনা কমিশন সভায় অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। তহবিলের প্রধান উৎস মূলতঃ ৩ টি। যথাঃ

ক] সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
খ] সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, যেকোন বৈধ উৎস হতে প্রাপ্ত অনুদান ;
গ] কমিশন কর্তৃক ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের সুদ
[ধারাঃ ১৫ [১]ঃ তহবিলে অর্থ জমার উৎস]

[২] বর্তমানে জাতীয় বাজেটে "সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান" [ধারা ১৫ [১] [ক]] হিসেবে "সাহায্য মঞ্জুরী [অনুন্নয়ন]" বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা গঠিত কমিশনের তহবিল হতেই কমিশনের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।কমিশনের অপর দুটি উৎসে[ধারা [১] এর [খ]
[৩] প্রতিবেদনাধীন বছরে কোন অর্থ জমা হয়নি। নবসৃষ্ট কমিশন কার্যপরিধির বিশালতা সুবিবেচনা এবং নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন অনুদান প্রাপ্তির বৈধ উৎস সৃজনে সদাশয় সরকার এ কমিশনকে এককালীন একটি Seed Money ব্যবস্থা করলে নিজস্ব অর্থায়নের পথ উন্মোচিত হতে পারে বলে এ কমিশন এ প্রত্যাশা করে।
[৪] "ব্যাংকে জমাকৃত সুদ" [ধারা ১৫ [১] কিভাবে তহবিল গঠনের অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার হবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা/ধারণা আইনে না থাকা।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যবহারঃ

৪,৬৩,৮৬,০০০/-[চার কোটি তেষট্টি লক্ষ ছিয়াশি হাজার] টাকা ছাড় করা হয়। ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে ৩,৮৬,২৭,৮৭৪/-[তিন কোটি ছিয়াশি লক্ষ আটশত চুয়াত্তর] টাকা ব্যয় হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ছাড়কৃত ৪,৬৩,৮৬,০০০/-[চার কোটি তেষট্টি লক্ষ ছিয়াশি হাজার] টাকার মধ্যে ৩,৮৬,২৭,৮৭৪/-[তিন কোটি ছিয়াশি লক্ষ আটশত চুয়াত্তর] টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয় [ব্যয়ের হার ৮৩%]। অবশিষ্ট ৭৭,৫৮,১২৬/-[সাতাত্তর লক্ষ আটান্ন হাজার একশত ছাব্বিশ] টাকা ব্যয় করা সম্ভব না হওয়ায় সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে ১-৫২০১-০০০১-২৬৭১ নম্বর কোডে চালান মূলে সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকায় সরকারি কোষাগারে সমর্পন করা হয়।

আর্থিক বরাদ্দ সংক্রান্ত সমস্যাবলিঃ

[ক] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩-এর ৩[১] ধারা অনুসারে ৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। উক্ত আইনের ১২ ধারায় [ক]-[ড] পর্যন্ত ধারাসমূহে কমিশনের ১৩ দফা কার্যাবলি নির্ধারিত রয়েছে। কমিশন আইনের অধীন নদীর অবৈধ দখল ও পুনঃদখল রোধ, নদী ও নদীর তীরে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখা এবং পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও উক্তরূপ নানাবিধ অনিয়ম রোধ এবং নদীর স্বাভাবিক

প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, নৌপথকে পরিবহণযোগ্য করে গড়ে তোলা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উদ্যোগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতিক্রমে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে বিভাগ/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। নদী রক্ষা কমিশনের উপরে অর্পিত দায়িত্বাবলি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার আন্তরিক সমন্বিত সহযোগিতা এবং একইসঙ্গে আইনের ন্যায়ানুগ কঠোর প্রয়োগ ব্যতীত সম্ভব নয়। একইসাথে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ [ক]-[ড] ধারায় বর্ণিত সমন্বয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কার্যক্রমে সহায়তাকরণ, নদী সুরক্ষা [ভূমি রেকর্ড সরবরাহ ও সংরক্ষণ সীমানা চিহ্নিতকরণ, উচ্ছেদ ও খনন কার্যক্রম], পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম নির্বাহের জন্য **নতুন কোড/খাত** সৃজনপূর্বক স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

[খ] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ [ক]-[ড] ধারায় বর্ণিত সমন্বয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কার্যক্রমে সহায়তাকরণ, নদী সুরক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম নির্বাহের জন্য **নতুন কোড/খাত** সৃজনপূর্বক স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন। নতুন সংস্থা হিসেবে কমিশনের কাজ বিস্তৃত হচ্ছে, কমিশনের কাজ বিশেষ ও নতুন ধরণের বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা না করে সিলিংয়ের বরাদ্দের বাইরে বিশেষ বাজেট বরাদ্দের আওতায় রাখা দরকার। অন্যান্য কমিশনের [দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইত্যাদি] ন্যায় **সরাসরি বাজেট প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার।**

[গ] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ [ক]-[ড] ধারায় বর্ণিত সমন্বয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির কার্যক্রমে সহায়তাকরণ, নদী সুরক্ষায় নদীর তথ্য ভাণ্ডার সৃজন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম নির্বাহের জন্য নতুন **কোড/খাত** সৃজন প্রয়োজন।

[ঘ] এছাড়া কর্মরত ও নবনিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ, কমিশন সদস্যদের বৈদেশিক ভ্রমণ কমিশনের জমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়, পরিদর্শন কার্যক্রমের জন্য গাড়ি ও নৌযান ক্রয়, বিভাগওয়ারী প্রধান প্রধান নদ-নদীর ওপর বিস্তৃত গবেষণা করা বিভাগ/জেলা/উপজেলা কমিটির কার্যক্রম সহায়ক আর্থিক বরাদ্দের **নতুন কোড/খাত** সৃজন জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজন।

[ঙ] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩-এর ১৫[১] [ক] ও [খ] এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় একটি নদী রক্ষা কমিশনের স্থায়ী তহবিল গঠনের জন্য Seed Money প্রদানার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদশয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

[চ] কমিশনে কর্মরত/নবনিয়োগকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন-ভাতা নিশ্চিত করা, প্রস্তাবিত ভাড়ায় বিআইডব্লিউটিসির পুরাতন ভবনে স্থানান্তরের জন্য নতুনভাবে অফিসকক্ষ, সম্মেলন কক্ষ, ডেকোরেটিভ ফলস সিলিং স্থাপন, উড প্যানেলিং, আসবাবপত্র সরবরাহ এবং বৈদ্যুতিক কাজ ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স/আইসিটি ডিভাইসসমূহ সংস্থাপনসহ সকল পূর্ত কর্মের আর্থিক বরাদ্দ জরুরি ভিত্তিতে আবশ্যক।

[ছ] গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান থাকা প্রয়োজন। বিশেষভাবে নদ-নদীর পানির দূষণ মাত্রা নিয়মিত পরীক্ষা করা এবং পরিবেশ-প্রতিবেশসহ জীব বৈচিত্র্যের উপর দখল, দূষণ ও নাব্যতাহীনতার বিরূপ প্রভাব উন্নত প্রযুক্তি ব্যাবহারের মাধ্যমে নির্ণয়ে পর্যাপ্ত সমীক্ষা ও গবেষণা অত্যাবশ্যক। এ জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের আওতায় একটি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরী ও বিশেষজ্ঞ জনবল ও লজিসটিকস সংস্থান জরুরি। পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরী স্থাপিত না হওয়া অবধি দেশের এ ধরণের বিশেষায়িত দু'একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক [MOU] স্বাক্ষরের মাধ্যমে কমিশন এ গুরুদায়িত্ব নির্বাহে অগ্রসর হতে পারে।

[জ] কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য একখণ্ড জায়গা বরাদ্দের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়সহ গণপূর্ত মন্ত্রণালয়েও অনুরোধপত্র প্রেরণ করেছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের নিকটও কেয়ারলী হাউজের জায়গা থেকে ১০/১৫ কাঠা জায়গা বরাদ্দের অনুরোধ করেছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। ঢাকা শহরের সুবিধাজনক ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় একখন্ড জমি বরাদ্দসহ ভবন নির্মাণে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের সানুগ্রহ আদেশ প্রদানার্থে সদয় বিবেচনার্থে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর আনুকূল্য ও সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছে কমিশন।